অদ্ভুত রামায়ণ

মহর্ষি বাল্মীকি

প্রণীত

শ্রীহরিমোহন গুপ্ত কর্ত্তৃক

বাঙ্গালা ভাষায় রচিত

কলিকাতা

বেদান্ত যন্ত্রে মুদ্রিত

১৭৭৪ শক।

দধিচির অস্থি ছিল বজ্রসার ময়।
যাহাতে হইল ক্ষয় দৈত্য কুল চয়॥ ১
রাজা দুর্য্যোধন তাঁর মন্ত্রী কর্ণ বীর।
পাষাণ সমান ছিল দোঁহার শরীর॥ ২
মন্দোদরী দময়ন্তী দ্রুপদ কুমারী।
রমণীর শিরোমণি আর যত নারী॥ ৩
চন্দ্র বংশ সূর্য্য বংশ যদু বংশ আর।
ক্রমে ক্রমে কালক্রমে হইল সংহার॥ ৪
কোথা সে বিভব রূপ কোথা সে শরীর।
অমল কমল দল গত যেন নীর॥ ৫
কিন্তু কবি কালিদাস কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন।
জয়দেব শ্রীহর্ষ বাল্মীকি তপোধন॥ ৬
ভারত তুলসী সুরদাস অন্ধ কবি।
চিত্র পটে নিত্য দেখি যাহাদের ছবি॥ ৭
অক্ষয় অব্যয় রূপ সবার গোচর।
অনুক্ষণ অসংখ্য জনের সহচর॥ ৮

জগদীশ্বরায় নমঃ ।

পরম সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ গুপ্ত মহাশয়

নিকরগুণাকরেষু ।

বিহিত সম্বোধন পুরঃসর নিবেদনমিদং ।
কতিপয় বৎসর অতীত হইল আমি এই কাব্যের ষোড়শ সর্গ মাত্র অনুবাদ করিয়া ক্ষান্ত ছিলাম, কারণ আমার এরূপ ভরসা ছিল না, যে এ গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে পারিব । কিন্তু মহাশয়ের সমীপে মহাশয় প্রাপ্ত হইয়া ও বন্ধু বিশেষের অনুরোধ প্রযুক্ত অনেক বিবেচনা পূর্ব্বক সমুদয় গ্রন্থ রচনা করিলাম । আমার এরূপ অভিলাষ হয়, যে ইহা মুদ্রিত করণ পূর্ব্বক সাধারণের নয়ন গোচর করি, আপনি আমার পরমাত্মীয় এবং বিজ্ঞ রসজ্ঞ বিদ্যানুরাগী বটেন, অতএব আপনার প্রতি এ বিষয়ের সম্পূর্ণ ভারার্পণ করিলাম ইতি ।

১ আষাঢ় ১৭৭৪ শ্রীহরিমোহন গুপ্ত ।

বিজ্ঞাপন

বাঙ্গালা ভাষার সৎকাব্যের অসদ্ভাব প্র-যুক্ত দেশহিতৈষি বিদ্যোৎসাহি মহাশয়েরা অনুতাপ করিয়া থাকেন; অতএব তদ্বিষয়ে নি-তান্ত প্রয়োজন বোধে এবং কোন কোন বি-চক্ষণ বন্ধুর অনুরোধে বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া গিয়াছিল, কা-রণ এই গ্রন্থের প্রতি আমার অত্যন্ত অনুরাগ এবং ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট কাব্য প্রায় দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না, কিন্তু পশ্চাৎ এইরূপ বিবেচনা করিয়া আপাততঃ কিয়ৎকালের নিমিত্তে নি-রস্ত হওয়াগেল ঃ

আদৌ সমুদয় জীবন যাপন ব্যতিরিক্ত এ-মত বৃহদ্গ্রন্থের অনুবাদ সমাপ্ত হইবে না; দ্বিতীয়তঃ তাহা সম্পন্ন হইলেও মুদ্রাঙ্কনের নিমিত্তে মুদ্রা ব্যয় করা সহজ নহে, তৃতীয়তঃ তাহা মুদ্রিত হইলেও ব্যয়োপযুক্ত পুস্তকের মূল্য নির্দ্ধারণ করিলে সর্ব্ব সাধারণের পরিগৃ-

হীত হইবে না। এবম্বিধ বহুবিধ বিচার পূ-র্ব্বক এই স্থির করা গেল, যে বাল্মীকি প্রণীত কোন ক্ষুদ্র কাব্য প্রথমতঃ সাধারণে প্রচার করা যায়, তদ্দ্বারা এ বিষয়ে লোকের যাদৃশ অনুরাগ তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

মহর্ষি বাল্মীকি যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তন্মধ্যে রামায়ণ অতি প্রসিদ্ধ। এই উৎ-কৃষ্ট আদি কাব্য ব্যতিরিক্ত তিনি অদ্ভুত-রামায়ণ এবং যোগবাশিষ্ঠ এই দুই গ্রন্থ রচনা করেন; তন্মধ্যে অদ্ভুত রামায়ণ কে কা-ব্যের মধ্যে গণনা করা যায়, অতএব তাহার বিবরণ পশ্চাৎ লেখা গেল।

এই গ্রন্থ সপ্তবিংশতি সর্গে বিভক্ত এবং ইহাতে এক সহস্র শ্লোক আছে। বেদান্ত দর্শনে ব্রহ্মের প্রাধান্য বর্ণন করেন, মীমাং-সা দর্শনে কর্ম্মের এবং সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতির প্রাধান্য বর্ণিত হইয়াছে, হনুমান্ রামচন্দ্র সংবাদ পাঠে ইহা অবগত হইবেন, অতএব

এ গ্রন্থ সীতা মাহাত্ম্যসূচক। ইহার রচনার রীতি দৃষ্টি করিয়া এরূপ প্রতীতি হয় যে প্রসিদ্ধ রামায়ণ এবং এই গ্রন্থ এক লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছে, যদিও কোন প্রকারে তাহার সহিত এ গ্রন্থের তুলনা হইতে পারে না তথাচ অনেক অংশে সাদৃশ্য দেখিতে পাই, যথা গ্রন্থারম্ভে বাল্মীকি মুনিকে নমস্কার * এবং ফল শ্রুতি ও দীর্ঘ ছন্দ কবিতায় সর্গ সমাপন ইত্যাদি † ।

এ গ্রন্থে রূপক দৃষ্টান্ত অতি বিরল, এবং ছন্দের বৈচিত্র্য অথবা রচনার চাতুর্য্য কিছুমাত্র নাই, তদ্দ্বারা ইহার প্রাচীনত্বের প্রতি বিলক্ষণ

---

* নমস্তস্মৈ মুনীশায় শ্রীযুতায় তপস্বিনে।
শান্তায় বীতরাগায় বাল্মীকায় মহাত্মনে॥
১ সর্গে ২ শ্লোকঃ॥

† পঠন্ দ্বিজোবাগধিপত্বমীয়াৎ
ক্ষত্রান্বয়োভূমিপতিত্বমীয়াৎ।
বণিগ্জনঃ পণ্যফলত্বমীয়াৎ
শৃণ্বন হি শূদ্রোহি মহত্ত্বমীয়াৎ॥
প্রথমসর্গসমাপ্তঃ।

প্রতীতি জন্মে, ইহাতে যে কিছু বীররস বর্ণনা আছে তাহা সুসঙ্গত নহে একারণ আমি ষোড়শ সর্গ মাত্র অনুবাদ করিয়া ক্ষান্ত ছিলাম, পরে আমার পরম বন্ধু সুকবি শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ রায়ের পরামর্শে সম্পূর্ণ গ্রন্থের ভাষান্তর করিলাম, ফলে অদ্ভুত রামায়ণ উৎকৃষ্ট কাব্যের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না।

অস্মৎপ্রণীত এই পুস্তক ঐ গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে, পাঠকদিগের মনোরঞ্জন কারণ রূপবর্ণন প্রভৃতি বাহুল্য করা গিয়াছে এবং স্থানেং নীরস অংশ সকল পরিত্যক্ত হইয়াছে। এদেশের অবলাবলির পাঠোপযোগী গ্রন্থ প্রায় দৃষ্ট হয় না, একারণ, তাহাদিগের উপকার ইহাতে উদ্দেশ্য হইয়াছে, ফলে সর্ব্বসাধারণে পরিগৃহীত হইলে অবশিষ্ট খণ্ড সকলও মুদ্রিত করা যাইবে। এইক্ষণে কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে আমার পরমাত্মীয় শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ গুপ্তের সম্পূর্ণ সাহায্যে ইহা মুদ্রিত হইল।

এই গ্রন্থ মধ্যে মুদ্রাকর প্রমাদে যে সকল অশুদ্ধ হইয়াছে, তাহা সংশোধন পূর্ব্বক শেষ পত্রে প্রকাশ করা গেল।

আমার অথবা গ্রন্থ প্রকাশকের অনুমতি ভিন্ন যে কেহ এই পুস্তক মুদ্রিত করিবে, সে এই ব্যবহার নির্ব্বর্ত্তক প্রচলিত ব্যবস্থানুসারে রাজ-দ্বারে দণ্ডভাগী হইবে।

২৯ আষাঢ় ১৭৭৪ শ্রীহরিমোহন গুপ্ত।

অদ্ভুত রামায়ণ।

রাম বন্দনা।

নীরস পরশ মণি তাহে কি যতন
মহামণি রঘুমণি ব্রহ্ম সনাতন॥
দশরথ সীমন্তিনী, ধরণীতে ধন্যা তিনি,
শুক্তিকা স্বরূপ তাঁর তনু আয়তন।
চিত্রকূট ধরাধরে, পেটিকার রূপ ধরে,
পাছে সে রতন হয় ভূতলে পতন॥
রূপে গুণে প্রশংসিতা, কণক বরণী সীতা
হৃদয় ভূষণ তাঁর সে নীলরতন॥ ধ্রুঃ॥

শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ, পরম পুরুষোত্তম,
সত্ত্বরজঃ তমোগুণধর।
বিশ্বসার বিশ্বাধার, নির্ব্বিকার নির্ব্বিহার;
তুমি পূর্ণ ব্রহ্ম পরাৎপর॥ ১

প্রণব শরীর তব, চারি বেদ পরাভব,
কত কব আমি হীন মতি।
জীবের জীবন দাতা, তুমি হরি হর ধাতা,
জানকী জীবন রঘুপতি ॥ ২
নিরাময় নিরঞ্জন, ভব ভয় বিভঞ্জন,
শমন দমন বিধি বাণী।
অন্তরাত্মা অগোচর, ব্যাপ্ত বিশ্ব চরাচর,
এক মাত্র অদ্বিতীয় জানি ॥ ৩
তোমার শাসন ভয়ে, বার তিথি তারা চয়ে,
নিয়মে ভ্রমণ তারা করে।
সুধাকরে সুধাক্ষরে, জলধরে জলধরে,
চারুপ্রভাকরে প্রভাকরে ॥ ৪
কেহ কয় তেজোময়, তাহা নয় তাহা নয়,
কেহ বলে তুমি নিরাকার।
ভবসিন্ধু পার হেতু, সাকার সাধনা সেতু,
সাধকে করিতে উপকার ॥৫॥
যে যা ভাবে তাহে কিবা, আমি ভাবি নিশি দিবা,
নব নীল নীরদ বরণ।

তরুণ অরুণ বর, রাহুভয়ে হিমকর,
আসি লয় চরণে শরণ ॥৬
বদন অমিয়াধার, রদন মুকুতাহার,
মদন মোহন বেশধারী।
খঞ্জন গঞ্জন আঁখি, নাশা জিনি শুক পাখি,
অধর তরুণ তিমিরারি ॥৭
চারু জটাজূট ধর; যেন কাল বিষধর,
বামভাগে জানকী সুন্দরী।
দক্ষিণে লক্ষ্মণবীর, অনন্ত রূপেতে ধীর,
সহস্র ফণায় ছত্র ধরি ॥৮
স্বভাবতঃ সুবিমল, চিদাকার সুনিশ্চল,
মায়া শক্তি প্রভাবে সেরূপ।
যথা সর্ব্ব চরাচরে, দর্পণে অর্পণ করে,
অবিকল অবয়ব রূপ ॥৯
জয় জয় জনার্দ্দন, দশানন বিনাশন,
দাশরথি চাহ দীনহীনে।
কাতরে করুণা কর, তুমি হে করুণাকর;
অপরাধ ক্ষমা কর ক্ষীণে ॥১০

মনে ভাবি তব রূপ, রামায়ণ অপরূপ,
রচিতে বাসনা বড় মনে।
শুন নিজ গুণ গান, হৃদে করি অধিষ্ঠান,
ধরণী দুহিতা সীতা সনে ॥১১॥
কি জানি কেমন হবে, যশঃ কি কলঙ্ক রবে,
এই ভয়ে বিষম চিন্তিত।
নাহিক আমার শক্তি, ভরসা কেবল ভক্তি,
কবি সেন গুপ্ত বিরচিত ॥১২

———

গ্রন্থারম্ভ।

সীতারামের মাহাত্ম্য।

নমো নারায়ণ নর নরোত্তম আর।
সারদার চরণ কমলে নমস্কার॥ ১
অতঃপর জয় শাস্ত্র মুনির বচন।
অর্থাৎ সংসার জয় ভব বিমোচন॥ ২
শ্রীমান্ তপস্বী শান্তমতি বীতরাগ।
ঋষিগণ প্রধান বাল্মীকি মহাভাগ॥ ৩
মহাত্মা তেজস্বী আর বিহীন বিকার।
তাঁহার চরণে আমি করি নমস্কার॥ ৪
রামচন্দ্র রামভদ্র কমল আসন।
রঘুকুল চূড়ামণি জানকী জীবন॥ ৫
ত্রিলোকে পুলক প্রদ প্রভু লোকনাথ।
তাঁর পাদপদ্মদলে করি প্রণিপাত॥ ৬
রঘু বংশ অবতংশ রাঘব শ্রীরাম।
কৌশল্যা সন্তোষবৃদ্ধি কারী গুণরাম॥ ৭

দাশরথি দশানন বিনাশ কারণ।
শ্বেত শতদল সম সুন্দর নয়ন ॥ ৮
তমসা নদীর তীরে সুখে নিবসতি।
নিয়ত তপস্যা গুরু শুচি শান্তমতি ॥ ৯
বাক্যের প্রথম স্থান ঋষির প্রধান।
বিখ্যাত বাল্মীকি বহু গুণের নিধান ॥ ১০
তাঁর প্রিয় শিষ্য ভরদ্বাজ ঋষিবর।
জিজ্ঞাসা করিল করি কৃতাঞ্জলি কর ॥ ১১
শতকোটি শ্লোক মহাকাব্য রামায়ণ।
তোমার রচিত ইহা খ্যাত ত্রিভুবন ॥ ১২
ব্রহ্মলোকে ঋষিগণ পিতৃগণ সহ।
প্রজাপতি শ্রবণ করেন অহরহ ॥ ১৩
পৃথিবীতে এই রামায়ণ সুললিত।
শ্লোক পঞ্চবিংশতি সহস্র পরিমিত ॥ ১৪
সবিশেষ শ্রবণ করেছি সে সকল।
কবিতা কদম্ব সুধাধার অবিকল ॥ ১৫
শতকোটি শ্লোক দ্বারা বিপুল বিস্তার।
রামায়ণ সিন্ধু সম সীমা নাহি তার ॥ ১৬

কোনরূপে প্রাপ্য ইহা নহে এই স্থানে।
ভূলোকে এমন লোক নাহি কেহ জানে॥ ১৭
তাহাতে লিখিত যাহা রামের চরিত।
কৃপাকরি মহামুনি বলহ ত্বরিত॥ ১৮
কবীশ্বর বাল্মীকি বিখ্যাত ত্রিভুবন।
ভারদ্বাজ বাক্য তেঁহ করিয়া শ্রবণ॥ ১৯
শতকোটি শ্লোকময় কাব্য সমুদয়।
স্মরণ করণ মাত্র হৃদয়ে উদয়॥ ২০
ধন্য যোগবল অন্য কিবুঝিবে তায়।
মনে কৈলা হস্তস্থিত আমলক প্রায়॥ ২১
ওম শব্দ উচ্চারণ করি ঋষিবর।
ভারদ্বাজ শিষ্যবাক্যে দিলেন উত্তর॥ ২২
সাধু ভারদ্বাজ তুমি হও চিরঞ্জীব।
সে সকল বিশেষিয়া তোমারে বলিব॥ ২৩
শতকোটি শ্লোকময় সমুদ্র স্বরূপ।
রামায়ণে রামের চরিত্র অপরূপ॥ ২৪
শ্লোক চতুর্ব্বিংশতি সহস্র মনোহর।
নরলোকে করে যার অতি সমাদর॥ ২৫

সীতার মাহাত্ম্য তাহে নাহিক বর্ণন।
শ্রীরাম চরিত্র সার করহ শ্রবণ ॥ ২৬
ব্রহ্মার গৃহেতে ইহা আছয়ে গোপন।
সবিশেষ বলি তবে শুন তপোধন ॥ ২৭
জানকী প্রকৃতিরূপা ব্রহ্মসনাতনী।
আদিভূতা সর্ব্বসিদ্ধি কারণ আপনি ॥ ২৮
তপঃ জপ স্বর্গ হেতু সর্ব্বত্র ব্যাপিনী।
ঐশ্বর্য্যশালির হন ঐশ্বর্য্য রূপিণী ॥ ২৯
ভগবতী ভীমরূপা ভব বিমোচন।
ভূলোকে পুলক প্রদা বিধির বচন ॥ ৩০
যেকালে ধর্ম্মের হানি বহু উপদ্রব।
সেই সেই কালে হন প্রকৃতি উদ্ভব ॥ ৩১
রাম জ্যোতির্ম্ময়ব্রহ্ম পরম পুমান্।
সীতারাম অবিশেষ শুন মতিমান্ ॥ ৩২
রাম সীতারূপ সীতা রামরূপা বটে।
উভয়ে অভেদ ফলে পণ্ডিত নিকটে ॥ ৩৩
বুদ্ধিমান্ জনে দেখি বিজ্ঞান লোচনে।
অবশ্য পারক হন সংসার মোচনে ॥ ৩৪

জ্ঞানময় আনন্দ স্বরূপ গুণধাম ।
সীতা সহ অহরহ চিন্তনীয় রাম ॥ ৩৫
কর বিনা সমুদায় করেন গ্রহণ ।
চরণ নাহিক তবু সর্ব্বত্রে গমন ॥ ৩৬
অকর্ণ হইয়া সব শ্রবণ গোচর ।
অচক্ষু তথাচ দৃষ্টি বিশ্ব চরাচর ॥ ৩৭
তিনি বিশ্ববেত্তা কেহ বেত্তা নহে তাঁর ।
পরম পুরুষ তেঁহ আধেয় আধার ॥ ৩৮
হরিতে জীবের দুঃখ জন্ম দোঁহাকার ।
নিরাময় নিরঞ্জন বিহীন বিকার ॥ ৩৯
অরূপী জনের যেই শরীর ধারণ ।
কেবল জীবের প্রতি করুণা কারণ ॥ ৪০
ব্রাহ্মণেতে এপ্রস্তাব করিলে পঠন ।
সুরগুরু সম তিনি সুপণ্ডিত হন ॥ ৪১
ক্ষত্রিয় রাজত্বভাগী বৈশ্য পুণ্যবান্ ।
শ্রবণ করিলে শূদ্র মহত্ত্বকে পান ॥ ৪২
শ্রীহরিমোহন কহে কমল লোচন ।
ভব ভয় দয়াময় করহে মোচন ॥ ৪৩

অম্বরীষ রাজার উপাখ্যান

জানকী জীবন রাম, নব দূর্ব্বাদল শ্যাম,
জনম ইক্ষ্বাকু কুলার্ণবে।
ভারদ্বাজ মহামতি, কর তুমি অবগতি,
বিস্তারিয়া বলিক্রমে তবে।। ১
ত্রিভুবন প্রশংসিতা, কণক বরণী সীতা,
জনক দুহিতা যেই রূপে।
অম্বরীষ বিবরণ, সর্ব্ব পাপ নিবারণ,
সমুদায় বলিব স্বরূপে।। ২
ভূপতি ত্রিশঙ্কু নাম, শান্তমতি গুণধাম,
তাঁহার ললনা চন্দ্রাননী।
নাম তাঁর পদ্মাবতী, রূপেতে যেমন রতি,
অম্বরীষ রাজার জননী।। ৩
হরি পরায়ণা অতি, সদা হরিপদে মতি,
হরি প্রেমে হরিষ অন্তর।
ধূপ গন্ধ ফুলহারে, নানামত উপহারে,
পূজিলেন সহস্র বৎসর।। ৪

এক দিন নিশাযোগে, নানা মত সুখভোগে,
শয়ন করিয়া চারুশীলা।
হেন কালে পীতাম্বর, নব নীল কলেবর,
আসি নিজ রূপ প্রকাশিলা॥ ৫
রবি শশি নিরধর, শ্রীচরণে শোভাকর,
রতন নূপুর মনোহর।
নখর নিকর শোভা, নিশাকর করলোভা,
চারু উরু গুরু করীকর॥ ৬
আঁখি যুগ ইন্দীবর, মুখ কোটি সুধাকর,
খগপতি শ্রুতিযুগ ছলে।
ললিত ত্রিভঙ্গ রূপ, লাবণ্য সাগর কূপ,
মালতী কৌস্তুভ মালা গলে॥ ৭
অধরে মধুর হাসি, চমকে চন্দ্রমা রাশি,
দমকে দামিনী দ্যুতি দাঁতে।
কুটিল কটাক্ষ কটু, কালকূট জিনি পটু,
অঙ্গনার জীবন আঘাতে॥ ৮
কিবা বাহু সুবলিত, কমলিনী চমকিত,
অধরে বিনোদ বেণু ধরে।

পীত বাস পরিধান, সৌদামিনী ব্যবধান,
ভ্রান হয় নব জলধরে ॥ ৯
সম্বোধিয়া নারায়ণ, সুমধুর স্বরে কন,
কি বর গ্রহণে ইচ্ছা তব।
শুনি পদ্মাবতী কয়, সুশীল তনয় হয়,
এই বর দেহি মে কেশব ॥ ১০
নিদ্রাভঙ্গে রূপবতী, হরিষ অন্তর অতি,
পাইয়া অপূর্ব্ব ফল হাতে।
ভক্ষণ করিয়া সুখে, পতি সঙ্গে সকৌতুকে,
রতি ভুঞ্জি উঠিলা প্রভাতে ॥ ১১
অম্বরীষ গুণাকর, তাঁর গর্ভে অতঃপর,
করিলেন জনম গ্রহণ।
অপরূপ রূপ কিবা, নিন্দি নিশাকর নিভা,
কলেবর কাঞ্চন লাঞ্ছন ॥ ১২
বহুবিধ সুলক্ষণ, পুত্রে করি নিরীক্ষণ,
শান্তমতি ত্রিশঙ্কু রাজন।
হয়ে হরষিত অতি, দরিদ্র দীনের প্রতি,
করিলা বিস্তর বিতরণ ॥ ১৩

ত্রিশঙ্কুর অন্তঃপর, প্রাপ্তি হলে লোকান্তর,
অম্বরীষ হইলা ভূপতি।
রাজ্যভার অন্যে দিয়া, আপনি অরণ্যে গিয়া,
করিলা তপস্যা ঘোর অতি ॥ ১৪
তপে তুষ্ট হয়ে হরি, পুরন্দর রূপ ধরি,
অম্বরীষ সমীপে আইলা ।
সুমেরু পর্ব্বত বৎ, আরোহণ ঐরাবৎ,
ভূপতিরে কহিতে লাগিলা ॥ ১৫
আমি ইন্দ্র লোকপতি, শুন রাজা শান্তমতি,
আসিয়াছি রক্ষার কারণ।
নিরখিয়া অম্বরীষ, মনে হয়্যে বিমরিষ,
দেবরাজে করিলা বারণ ॥ ১৬
একি দেখি অসম্ভব, না করি তপস্যা তব,
নাচাহি তোমার স্থানে বর।
কেন হেতা আগমন, ছলিতে আমার মন,
নিজস্থানে যাহ পুরন্দর ॥ ১৭
গোবিন্দ আমার স্বামী, অন্যে নাহি জানি আমি,
বিনা সেই নব জলধর।

কৃতাঞ্জলি করি বলি, কিকারণ মহাবলী,
আনন্দাশ্রু নিবারণ কর ॥ ১৮
ইহা শুনি নারায়ণ, হয়্যে অতি হৃষ্ট মন,
নিজ রূপ করিলা ধারণ।
শঙ্খ চক্র গদাম্বুজ, সুশোভিত চারি ভুজ,
নবঘন নিন্দিত বরণ ॥ ১৯
সেরূপ হেরিয়া তাঁর, অম্বরীষ মহাত্মার,
দিব্যজ্ঞান হইল উদয়।
আপনারে ধন্য মানি, যুড়িয়া যুগল পাণি,
বহু স্তব কৈলা গুণালয় ॥ ২০
জয় জয় নারায়ণ, জগন্নাথ জনার্দ্দন,
যদুপতি জনম হরণ।
তুমি হর তুমি হরি, তুমি দিবা বিভাবরী,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণ ॥ ২১
ফলে তুমি সর্ব্বময়, সর্ব্ব সহ সর্ব্বাশ্রয়,
সর্ব্বত্রে সমান বিরাজিত।
আমি প্রভু কিবা জানি, পরাভব বিধি বাণী,
কৃপা কর কটাক্ষে কিঞ্চিৎ ॥ ২২

স্তবে তুষ্ট হয়ে হরি, রাজারে সম্ভাষ করি

কহিলা ভূপতি বর লহ।

শুনি কন নরপতি, তবপদে যেন মতি,

রহে নিরবধি অহরহ ॥ ২৩

জগৎ বৈষ্ণব হয়, এই কর দয়াময়,

তথাস্তু বলিলা শ্রীনিবাস।

মম এই সুদর্শন, লহ তুমি নিদর্শন,

পূর্ণ হবে তব অভিলাষ ॥ ২৪

মন মত পেয়ে বর, অম্বরীষ অতঃপর,

অযোধ্যায় প্রবেশ করিলা।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় গণ, বৈশ্য শূদ্র অগণন,

স্বীয় কর্ম্মে নিযুক্ত হইলা ॥২৫॥

নারায়ণ পরায়ণ, সুশীল বৈষ্ণব গণ,

পালন করেন বিধিমত।

অশ্বমেধ শত শত, বাজপেয় বিশেষতঃ

করিলেন যত কব কত ॥২৬॥

সার ভাবি পরিণাম, ঘরে ঘরে হরিনাম,

সংকীর্ত্তন হয় অনুক্ষণ।

বহু শস্যে পূর্ণধরা, নাহি রোগ শোক জরা,
কোন উপদ্রব অলক্ষণ ।২৭।
অম্বরীষ মহারাজ, সুরেন্দ্রধরণী মাজ,
সুদর্শন দ্বারা সুরক্ষিত ।
শ্রীহরিমোহন কয়, ওহে হরি দয়াময়,
কৃপা কর কটাক্ষে কিঞ্চিৎ ।২৮।

শ্রীমতীর উপাখ্যান

অম্বরীষ ভূপ, সুরেন্দ্র স্বরূপ,
যশঃ অকলঙ্ক শশি ।
শ্রীমতী নামিনী, তাঁহার নন্দিনী,
সুলক্ষণা সুরূপসী ।১
চারু চন্দ্রানন, কুরঙ্গ নয়ন,
কণক বরণী বালা ।
গমন ঠমকে, দ্বিরদ দমকে,
কটাক্ষ গরল কালা ।২
অরুণ অধর, নিন্দি ধরাধর,
পীন পয়োধর শোভা ।

কটি ক্ষীণ তর, নাভি সরোবর,
বচন অমিয়া লোভা।৩
কেশ পাশ ঘন, যেন নবঘন,
বিশাল জঘন অতি।
ফুল ধনু অনু, শোভে ভুরু ধনু,
শ্রুতি যুগ খগপতি।৪
কিবা বাহুলতা, হেরি সরলতা,
কমলে কণ্টকাবৃত।
পদ নখ ছাঁদে, চাঁদ পড়ে কাঁদে
কুরঙ্গ কলঙ্ক ধৃত।৫
বিবাহ সময়, হইল উদয়,
চিন্তা যুক্ত নরপতি।
জ্ঞান বিশারদ, পর্ব্বতও নারদ,
দোঁহে উপনীত তথি।৬
দেখি নরপতি, করিয়া প্রণতি,
পূজিলেন দুই জনে।
নারদ তখন, রমণী রতন;
নিরখি ভাবেন মনে।৭

কাহার তনয়া, নিরূপম বয়া
সৌদামিনী জিনি শোভা।
থাকিতে অধরে, ইচ্ছা সুধাধরে,
জগজ্জন মনো লোভা।৮
জিজ্ঞাসিলা ভূপে, কহিবে স্বরূপে,
একে সুলোচনা ধন্যা।
নরপতি কন, শুন তপোধন,
শ্রীমতী আমার কন্যা।৯
শুনি মুনি বর, হরিষ অন্তর,
রাজারে কহিলা তেঁহ।
ওহে নরপতি, এই রূপবতী,
তনয়া আমারে দেহ।১০
পর্ব্বত সেরূপে, সংগোপনে ভূপে,
প্রকাশিলা অভিপ্রায়।
শুনি নরপতি, সচিন্তিত অতি,
কিসে হবে সদুপায়।১১
পরন্তু উভয়ে, কহিলা সভয়ে,
শন দই তপোধন।

তোমরা দুজন, পণ্ডিত সুজন,
করি তাই নিবেদন।১২
কন্যার কারণ, দোঁহে আকিঞ্চন,
করিতেছ অতিশয়।
ইথে কি করিব, কারে কন্যা দিব,
কিবা বিধি মত হয়।১৩
রূপের তরণী, বিদ্যুৎ বরণী,
তনয়া আমার বটে।
বরিবে যাহারে, সমর্পিব তারে,
ইথে যেই রূপ ঘটে।১৪
শুনি মুনি দ্বয়, প্রফুল্ল হৃদয়,
কহিলেন ভূপতিরে।
স্বস্থানে এখন, করিব গমন,
না আসিব আজি ফিরে।১৫
পরন্তু নারদ, সুখ মোক্ষ প্রদ,
হরি সন্নিধানে গেলা।
যাঁহার চরণ, করিতে তরণ,
সংসার সাগরে ভেলা।১৫

করি প্রণিপাত, যুড়ি দুই হাত,
নিবেদিলা ঋষিবর,
হেনাথ দেবেশ, দেব হৃষীকেশ,
যদি অবধান কর ॥১৭
যিনি বিশ্বময়, রূপদৃশ্য নয়,
তাঁর কিবা অগোচর।
মনে মনে হাসি, নারদে সম্ভাষি,
জিজ্ঞাসিলা তার পর ॥১৮
কহ বিবরণ, কিসের কারণ,
হেতা আগমন তব।
নারদ তাপস পরম সরস,
কহিলা মরম সব ॥ ১৯
তব ভক্ত অতি, সুশীল সুমতি,
অম্বরীষ গুণালয়।
শ্রীমতী নামিনী, জিনি সৌদামিনী,
তাঁহার তনয়া হয় ॥২০
বদন কমল, চাঁদ নিরমল,
রদনে মুকুতা হারে।

বাসনা সর্ব্বত, আমিও পর্ব্বত,
বিবাহ করিতে তারে ॥২১
কহিলেন ভূপ, যাহাকে সুরূপ,
নিরখি নৃপতি বালা।
আপন ইচ্ছায়, করিযা যাহায়,
প্রদান করিবে মালা ॥২২
সেই হবে স্বামি, এই পণ আমি,
করিলাম অতঃপর।
তোমরা দুজন, যাহ এখন,
উচিত বিধান কর ॥২৩
ওহে শ্রীনিবাস, মম অভিলাষ,
কর তুমি সম্পূরণ।
পর্ব্বতের মুখ, যেন বলি মুখ
মুখ হয় একারণ ॥২৪
কেবল শ্রীমতী, দেখিবে তেমতি,
অন্যে নাহি তাহা হবে,
শুনিয়া শ্রীহরি, অঙ্গীকার করি,
বিদায় করিলা তবে ॥২৫

নারদ তখন, হয়ে হৃষ্ট মন,
স্বস্থানে প্রস্থান কৈলা।
পশ্চাৎ পর্ব্বত, আসি সেই মত,
গোবিন্দে প্রণত হৈলা॥২৬
সেই রূপ বর, লয়ে ঋষিবর,
মনে মহা আনন্দিত।
রস্ত দুজন, অযোধ্যা গমন,
করিলেন ত্বরান্বিত॥২৭
জানি নরবর, আপন নগর,
সজ্জা কৈলা চমৎকার।
ধ্বজ পতাকায়, শোভা যত পায়,
কব কত তায় আর॥২৮
পথ গৃহ দ্বার, চত্বরাদি আর,
করিলেন, অভিষেক।
সুচারু নিলয়, স্তম্ভ মণি ময়,
সুশোভিত সহস্রেক॥২৯
বিবিধ আসনে, বহু রাজাগণে,
সভা অতি শোভা কর।

তনয়া লইয়া, সত্বর হইয়া,
প্রবেশিলা নৃপ বর ॥ ৩০
বিচিত্র বসন, রতন ভূষণ,
অঙ্গে ঝলমল করে।
নয়ন পলকে, গরল ঝলকে,
মুখচন্দ্রে সুধা ক্ষরে ॥ ৩১
অমর মণ্ডল, সহ আখণ্ডল,
সভামাঝে উপবিষ্ট।
তেজে বহ্নিবত, নারদ পর্ব্বত,
আইলেন হয়ে হৃষ্ট ॥ ৩২
দেখি নৃপবর, করি সমাদর,
বসাইলা সন্নিকটে।
কবি সেন কয়, দেখ কিবা হয়,
কাহার কপালে ঘটে ॥ ৩৩

শ্রীমতীহরণ।

রাজা অম্বরীষ, পরম হরিষ,
সম্বোধিয়া নিজ বালা।

কৈলা অনুমতি, শুনহ শ্রীমতী,
প্রদান করহ মালা ॥ ১
পর্ব্বত নারদ, জিনিয়া পারদ,
শশাঙ্ক শারদ দ্যুতি।
যারে ইচ্ছা কর, তারে তুমি বর,
করি প্রণিপাত স্তুতি ॥ ২
শুনিয়া শ্রীমতী, চলে মন্দ গতি,
করে ফুল মালা লয়্যে।
স্ত্রীগণে বেষ্টিতা, পরম চেষ্টিতা,
বরণে উদ্যতা হয়্যে ॥ ৩
বানর বদন, করি নিরীক্ষণ,
রাজকন্যা দোঁহাকার।
ভয়ে কাঁপে কায়, কদলির প্রায়,
ভাবে একি চমৎকার ॥ ৪
দেখি নরপতি, তনয়ার প্রতি,
বলিলেন সম্বোধনে।
যারে তব মন, করহ বরণ,
ভাবিতেছ কি কারণে ॥ ৫

পিতার বচন, করিয়া শ্রবণ,
শ্রীমতী তখন কয়।
বানর বদন, এই দুই জন,
কোথা তপোধন দ্বয়॥ ৬
পরন্তু এদের, মধ্যে উভয়ের,
করিতেছে কেবা শোভা।
নব দূর্ব্বা দল, তনু পরিমল,
অপরূপ রূপ প্রভা॥ ৭
বিচিত্র বসন, বিবিধ ভূষণ,
বসিয়া কমলোপর।
কমল বদন, কমল নয়ন,
কমল যুগল কর॥ ৮
কণক কুণ্ডল, করে ঝল মল,
বদন মণ্ডল বিধু।
আমারে হেরিয়া, কর বিস্তারিয়া;
হাসিছেন মৃদু মৃদু॥ ৯
কন্যার বচন, করিয়া শ্রবণ,
কহিলা নারদ মুনি।

কয় হস্ত তার, কহ সুবিস্তার,

স্বরূপ বচন শুনি ॥ ১০

নারদের প্রতি, কহিলা শ্রীমতী,

শুন বলি মহাশয়।

পরম সুন্দর, রূপ মনোহর,

সুশোভিত হস্ত দ্বয় ॥ ১১

পর্ব্বত তখন, করি সম্বোধন,

শ্রীমতীরে আদেশিলা।

হৃদি পরে করে; কিবা শোভা করে,

কহ দেখি চারু শীলা ॥ ১২

শুনি কন্যা কয়, মানিয়া বিস্ময়;

বলি শুন তবে তার।

ধনুর্ব্বাণ ধারী, বন ফুল হারী;

রূপ অতি চমৎকার ॥ ১৩

শুনি মুনি দ্বয়, বিস্ময় হৃদয়,

অতিশয় চিন্তাবান্।

আপনি শ্রীহরি; এই মায়া ধরি;

বুঝি কৈলা অধিষ্ঠান ॥ ১৪

নহে কি কারণ, বানর বদন;
কিসে হৈল অতঃপর।
নারদ পর্ব্বত, দোঁহে এই মত;
সচিন্তিত পরস্পর ॥ ১৫
পরন্তু ভূপতি, করিয়া প্রণতি;
কহিলেন দুই জনে।
দোঁহে মূর্ত্তি কেন, ধরিয়াছ হেন,
ভ্রম ক্রম যাহে মনে ॥ ১৬
কন্যার কারণ, যদি দুই জন;
করিয়াছ আগমন।
সুস্থ হও দোঁহে, ত্যজি মায়া মোহে,
কেন কর বিড়ম্বন ॥ ১৭
এই কথা শুনি, ক্রোধে দুই মুনি;
কহিলেন অম্বরীষে।
আমরা দুজন, বলহে রাজন;
মোহের কারণ কিসে ॥ ১৮
এই উভয়ের, যে হয় একের,
গলায় অর্পিয়া মালা।

হয়ে হৃষ্ট মন, গৃহেতে গমন,
করুন ভূপতি বালা ॥ ১৯
অভিশাপ ভয়ে, কম্পিত হৃদয়ে,
পিতার আদেশ বলে।
মুনি দ্বয় মাজে, যে জন বিরাজে,
দিলা মালা তার গলে ॥ ২০
শ্রীমতীরে হরি, লইয়া শ্রীহরি,
গেলা আপনার স্থানে।
কন্যারে না দেখি, বলে একি একি,
সবে চমৎকার মানে ॥২১
সভা জন যত, পুত্তলিকা মত,
রহিলেন অধোমুখে।
পুর্ব্ব তপো বরে, পতি পীতাম্বরে,
শ্রীমতী লভিলা সুখে ॥২২
লজ্জায় মলিন, বদন নলীন,
বিষাদে বিদরে মন।
নারদ পর্ব্বত, হোয়ে মৃত্যুবৎ,
গেলা যথা শ্রীরমণ ॥ ২৩

হেরি হৃষীকেশ, করিলা আদেশ,
শ্রীমতীরে ইশারায়।
ইহারা দুজন, তোমারে এখন,
দেখিতে যেন না পায় ॥২৪
প্রথমে নারদ, বন্দিয়া শ্রীপদ,
বলিলা আক্ষেপ করি।
সেই রূপবতী, রমণী শ্রীপতি,
লইয়াছ তুমি হরি ॥২৫
শুনি নারায়ণ, কর্ণ আচ্ছাদন,
করিয়া কহিলা তবে।
ওহে শান্তমতি, এমত ভারতী,
আমা প্রতি নাহি কবে ॥২৬
কেশবের কাণে, অতি সাবধানে,
কহিলা নারদ মুনি।
বানর বদন, বল কি কারণ,
হইল আমার শুনি ॥২৭
গোবিন্দ সেরূপে, কৈলা চুপে চুপে,
শুন বলি গুণালয় ৷-

তেজস্বী পর্ব্বত, বর তব মত,
অতি সংগোপনে লয় ।।২৮
ভক্তের অধীন, আমি চিরদিন,
একথা সকলে জানে।
মম ভক্ত যেবা, করে মম সেবা,
তুষি তারে বর দানে ।।২৯
নারদ তখন, করি সম্বোধন,
কহিলা বলহ হরি।
যুক্ত দুই কর, ধরি ধনুঃ শর,
কে লইল কন্যা হরি ।।৩০
শুনি দামোদর, করিলা উত্তর,
কার্য্য কোন মায়া বীর।
আমি চতুর্ভুজ, শঙ্খ চক্রাম্বুজ,
গদা ধারী জান ধীর।৩১
বিষ্ণুর বচন, করিয়া শ্রবণ,
কহিলেন দুই জন।
হেন মনে লয়, রাজা দুরাশয়,
করিয়াছে প্রতারণ।।৩২

পরন্তু গোবিন্দ, চরণারবিন্দ,
বন্দিয়া প্রণাম করি।
চলিলা দুজন, যথায় রাজন,
মনেতে শ্রীহরি স্মরি ॥৩৩
মহা ক্রোধ ভরে, দোঁহে নৃপ বরে,
দিলা তবে অভিশাপ।
মায়া ছলে অন্যে, দিলে তুমি কন্যে,
আরে দুরাচার পাপ ॥৩৪
ঘোর তম চয়, করিবে আশ্রয়,
সদা রবে অন্ধকারে।
শোকে নিরন্তর, হইবে কাতর,
না চিনিবে আপনারে ॥৩৫
দেখিতে দেখিতে, তম আচম্বিতে,
ভূপতির প্রতিধায়।
পরে সুদর্শন, রূপ সুদর্শন,
তমো বিনাশিতে যায় ॥৩৬
বিষ্ণু চক্র হেরে, পড়ি মহা ফেরে,
তমো রাশি ভয়ে সরে।

মুনি দ্বয় প্রতি, ধাইল সংপ্রতি,
গতি অতি বেগ ভরে ॥৩৭
দেখি ঋষি দ্বয, কম্পিত হৃদয়,
তনু সমুদয় কাঁপে।
চক্র তমো রাশি, প্রভাব প্রকাশি;
আসিছে বিষম দাপে ॥৩৮
যান পলাইয়া, পশ্চাৎ তাড়িয়া
চলে চক্র সুদর্শন।
নারদ পর্ব্বত, গতি বায়ুবৎ,
বলে রক্ষ নারায়ণ ॥৩৯
ফুল শর মার, তুমি যারে মার,
সেকি বাঁচে আর প্রাণে।
দেবতা কি নর, অপ্‌সর কিন্নর,
মোহিত তোমার বাণে ॥৪০
মরি কত গুণ, করি শত গুণ,
মনের আগুন জ্বাল।
আপন নিলয়, করহ বিলয়,
তোমার এ গুণ ভাল ॥৪১

কিবা করে মন্ত্র, কিবা করে তন্ত্র
যে করে তোমার শর।
মান অপমান, সকল সমান,
অভেদ আত্মীয় পর ॥৪২
ধন্য অহে মার, কি গুণ তোমার,
নাহি উপমার স্থান।
ইষদ ইঙ্গিতে, নয়ন ভঙ্গিতে,
হেরিলে নাথাকে প্রাণ ॥৪৩
যুবতী কামিনী, তনু সৌদামিনী,
বুঝি কে তোমার হবে।
নতুবা তাহারে, যেজন নেহারে,
কেন বধ তারে তবে ॥৪৪
তথাচ অনঙ্গ, নাহি তব অঙ্গ,
তাই হে অনঙ্গ নাম।
থাকিলেতো দেহ, নাহিক সন্দেহ,
ত্রিলোক বধিতে কাম ॥৪৫
ফুল ময় শর, ফুল ধনু ধর,
সবার অন্তরে চর।

হোলে লৌহ বাণ, করিতে নির্ব্বাণ,
সমুদয় চরাচর।। ৪৬
ছলনা পূরিত, তোমার পিরিত,
কেবল কুরীত ময়।
হেন অঙাজন, আত্মীয় স্বজন,
কাহারো সুহৃৎ নয়।। ৪৭
হোয়ে অনুকূল, আগে হর কুল,
ভাষাও অকূল মাজে।
মিলিলে উভয়, ভয়ে নাহি ভয়,
লাজ নাহি হয় লাজে।। ৪৮
জ্ঞান বিশারদ; পর্ব্বত নারদ,
তাঁহাদের এই গতি।
ইথে অন্য নর, অজ্ঞান পামর;
তুলনায় হীন অতি।। ৪৯
হইয়া কাতর, দোঁহে অতঃপর;
গেলা হৃষীকেশ কাছে।
হে মধুসূদন, দেব জনার্দ্দন,
রাখ যদি প্রাণ বাঁচে।। ৫০

দোঁহার দুর্গতি, দেখিয়া শ্রীপতি,
হোয়ে অতি চিন্তাবান্।
চক্র তম রাশি, প্রভাব প্রকাশি,
করিলেন সমাধান ॥ ৫১
অনন্তর হরি, সম্বোধন করি;
কহিলা নিবারি তম।
ঋষি অগ্রগণ্য, ভক্ত রক্ষা জন্য,
চক্র অপরাধ ক্ষম ॥ ৫২
পরে দুই জনা, তাঁর প্রতারণা,
জানি বাড়ে মনস্তাপ।
মহা ক্রোধ ভরে, দেব দামোদরে,
দিলা তবে অভিশাপ ॥ ৫৩
যেই মূর্ত্তি ধরি, শ্রীমতীরে হরি,
নিলে তুমি হরি ছলে।
সেই রূপ যুত, দশরথ সুত,
হবে তুমি ধরাতলে ॥ ৫৪
অম্বরীষ বংশ, ভূপালাবতংশ,
তব পিতা মহা বীর।

রূপে গুণে ধন্যা, শ্রীমতীও কন্যা:
হইবেন পৃথিবীর ।। ৫৫
ভূপতি জনক, হইয়া জনক,
পালিবে হরিষ মনে।
পরন্তু বিবাহ, হইবে নির্ব্বাহ,
মিথিলায় তোমা সনে ।। ৫৬
করিয়া ছলনা, তোমার ললনা;
রাক্ষসে লইবে হরি।
রাক্ষসের প্রায়, করি অভিপ্রায়,
হরিয়াছ তুমি হরি ।। ৫৭
শ্রীমতী কারণ, আমরা যেমন,
খেদান্বিত দুই জনে।
হয়ে জ্ঞান হত, তুমি সেই মত;
পাইবে সন্তাপ মনে ।। ৫৮
শুনি রমাপতি, ঋষি দ্বয় প্রতি
কহিলেন তার পর।
অম্বরীষ বংশ, ভূপালাবতংশ;
দশরথ যশোধর ।। ৫৯

কোশলাধিপতি, শিষ্ট শান্ত মতি,
শুচি সাধু অতিশয়।
রাম নামে তাঁর, প্রথম কুমার,
হব আমি নসংশয়॥ ৬০
দক্ষিণ বাহুর, সম মহাশূর;
শ্রীমান্ ভরত নাম।
সর্ব্ব সুলক্ষণ, অনন্ত লক্ষ্মণ,
শত্রুঘ্ন গুণধাম॥ ৬১
রামরূপে যবে, জনমিয়া ভবে;
নর কলেবর পাব।
সেই কালে তম, শরীরেতে মম,
হবে তব আবির্ভাব॥ ৬২
ত্যজি নরপতি, স্বস্থানে সংপ্রতি,
প্রস্থান করহ তুমি।
রাম অবতারে, পাইবে আমারে,
যাইয়া মানব ভূমি॥ ৬৩
ভক্তের কারণ, শ্রীমধুসূদন,
বাঁধিয়া করুণা সেতু।

তম রাশি চয়, করিলা সঞ্চয়,
আপনার ভোগ হেতু ॥৬৪
ঘুচিল তিমির, হইল সুস্থির,
সুদর্শন তার পরে।
পাইয়া মোচনে, কমল লোচনে,
প্রণতি দুজনে করে ॥৬৫
মলিন বদন, করিলা গমন,
করি দোঁহে হাহাকার।
করিলেন পণ, রমণী গ্রহণ,
না করিব কভু আর ॥৬৬
নারদ পর্ব্বত, আসি পূর্ব্ববৎ,
তপস্যায় যুক্ত হৈলা।
রাজা অম্বরীষ, পরম হরিষ,
বৈকুণ্ঠে গমন কৈলা ॥৬৭
ঋষি ও রাজার, মান রাখিবার,
কারণ আপনি হরি।
রাম অবতারে, সদা আপনারে,
তিমিরে আচ্ছন্ন করি ॥৬৮

থাকিতেও তৃপ্ত, তথাচ অতৃপ্ত,
দেখাতেন বারম্বার।
কার্য্য কারণেতে, স্মরণ মনেতে,
কখন হইত তাঁর ॥৬৯
মায়া প্রতারণ, করণ কারণ,
প্রভুর দুর্গতি হেন।
দোষজ্ঞ পণ্ডিত, মায়া কদাচিৎ,
না করেন মনে যেন ॥৭০
হরি মায়া কথা, শ্রবণে সর্ব্বথা,
পরি হরি মায়া নরে।
বিমল চরিত্র, হইয়া পবিত্র,
বৈকুণ্ঠে গমন করে ॥৭১
জঠর যন্ত্রণা, যমের মন্ত্রণা,
নাহি থাকে ভব ভয়।
শ্রীহরি চরণ, করিয়া স্মরণ,
শ্রীহরি মোহন কয় ॥৭২

কৌশিকের উপাখ্যান

অতঃপর ভারদ্বাজ শুন বিবরণ।
অবনিতে জানকীর জন্ম প্রকরণ ।।১
ত্রেতাযুগে কৌশিক নামেতে দ্বিজবর।
বিষ্ণু ভক্ত বিষ্ণু গানে রত নিরন্তর।।২
শয়নে স্বপনে উপবেশনের কালে।
হরি গীতে প্রীত মন যুক্ত লয় তালে ।।৩
শ্রবণে শ্রবণে চিত্তে সুখের সঞ্চার।
ভিক্ষা লব্ধ মাত্র ছিল তাঁহার আহার।।৪
পদ্মাক্ষ নামক এক ছিলা পুণ্যবান্।
কৌশিকেরে তিনি করিতেন অন্ন দান ।।৫
কৌশিক আত্মীয় সনে পরম কৌতুকে।
সুললিত হরি গীত করিতেন সুখে।।৬
সময় বিশেষে সেই পদ্মাক্ষ ধীমান্।
ভক্তি ভাবে শুনিতেন কৌশিকের গান ।।৭
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব আর বৈশ্যবংশোদ্ভব।
কৌশিকের সপ্তশিষ্য মহা প্রাজ্ঞ সব ।।৮

পবিত্র নির্ম্মল চিত্ত বিষ্ণু পরায়ণ।
সঙ্গীতে পণ্ডিত শান্ত রসে মগ্ন মন ॥৯
কৌশিকের যশ শুনি কালিঙ্গ ভূপতি।
আহ্বান পূর্ব্বক করিলেন অনুমতি ॥১০
হে কৌশিক আজি তুমি লয়ে নিজ দলে।
মম গুণগান কর শুনিবে সকলে ॥১১
তাহা শুনি কৌশিকের হইল ভাবনা।
কহিতে লাগিলা ভূপে করিয়া সান্ত্বনা ॥১২
মহারাজ ক্ষমা কর ত্যজ এ বাসনা।
হরি বিনা অন্যে স্তব করে না রসনা ॥১৩
গালব শ্রীকর আদি ঋষি সপ্তজন।
কহিলেন সকলেতে শুন হে রাজন ॥১৫
হরি বিনা অপর জনের গুণ গান।
শ্রবণে আমরা নাহি কর্ণে দিব স্থান ॥১৫
ইহা শুনি নরপতি ক্রুদ্ধ হয়ে অতি।
করিলেন অনুমতি ভৃত্যগণ প্রতি ॥১৬
সকলে মেলিয়া কর মম গুণ গান।
যেরূপে ইঁহারা সবে শুনিবারে পান ॥১৭

গান কালে সেই সব ব্রাহ্মণ সুবোধ।
কাষ্ঠ শঙ্কু দ্বারা করিলেন কর্ণ রোধ ॥১৮
অনন্তর নরপতি সক্রোধ হইয়া।
সেই সব ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্ব লইয়া ॥১৯
করিলেন নিজ অধিকার বহিষ্কৃত।
উত্তরে চলিলা সবে হয্যে তিরস্কৃত ॥২০
লজ্জায় মলিন অঙ্গ বিরস বদন।
কাল ক্রমে গেলা সবে কালের সদন ॥২১
উপস্থিত কৌশিক প্রভৃতি ঋষি গণে।
নিরখি শমন এ কেমন ভাবে মনে ॥২২
চতুর চতুরানন সুরগণ প্রতি।
বিস্ময় মানিয়া করিলেন অনুমতি ॥২৩
বহু বিধ গুণযুক্ত বিষ্ণু পরায়ণ।
কৌশিক ধীমান আর ঋষি সপ্ত জন ॥২৪
গোবিন্দ পদারবিন্দ বন্দি সবে গানে।
করেছেন আনন্দিত বীণা বাদ্যতানে ॥২৫
দেবত্ব কল্যাণ যদি ইচ্ছা কর মনে।
সে সবায় এ সভায় আন এইক্ষণে ॥২৬

ইহা শুনি লোকপাল আদি দেবগণ।
কৌশিকের সমীপে দিলেন দরশন ॥২৭
সকলেরে সঙ্গে লয়্যে পরম কৌতুকে।
ব্রহ্ম লোকে অধিষ্ঠান করিলেন সুখে ॥২৮
নিরখিয়া প্রজাপতি পরম উল্লাস।
উত্থান করিয়া সবে করিলা সম্ভাস ॥২৮
দেবগণ পিতৃগণ মহা কুতূহল।
ব্রহ্ম লোকে হৈল এক শব্দ কোলাহল ॥৩০
লোকপাল সহ কৌশিকাদি অষ্ট জনে।
বিরিঞ্চি লইয়া গেলা বিষ্ণু নিকেতনে ॥৩১
মনোহর পুর কত শোভা কব তার।
সিদ্ধ গণ অগণন বিষ্ণু অবতার ॥৩২
শ্বেতদীপ নিবাসিনঃ সম রস যুত।
জ্ঞানীবর যোগীবর অক্ষয় অচ্যুত ॥৩৩
চতুর্ব্বাহু সমন্বিত তেজে প্রভাকর।
শঙ্খ চক্র চিহ্নেতে চিহ্নিত চারু কর ॥৩৪
অষ্টাশীতি সহস্র অমর এই রূপ।
পুণ্য ময় শূন্য পাপ শোভা অপরূপ ॥৩৫

নারদ সনক আদি ঋষি মুনিবর।
দামিনী দমকে রূপে কামিনী বিস্তর॥৩৬
এই সকলের দ্বারা সেব্যমান হরি।
বিমানে বসিয়া ভদ্র পীঠাসনোপরি॥৩৭
সহস্র যোজন পরিমিত সুবিস্তার।
মণি-বদ্ধ সুচারু সহস্র সংখ্য দ্বার॥৩৮
সকলেরে নারায়ণ করিলা সম্ভাষ।
দেবত্ব পাইয়া সবে করিলেন বাস॥৩৯
শ্রীহরিমোন কহে কমল লোচন।
ভব ভয় দয়াময় করহে মোচন॥৪০

হরি মিত্রের উপাখ্যান।

বিষ্ণুলোকে অতঃপর, সিদ্ধগণ বিদ্যাধর,
আরম্ভ করিলা মহোৎসব।
বেণু বীণ যন্ত্র গানে, রাগ রাগিণীর তানে,
পুলকে প্রফুল্ল চিত্ত সব॥ ১
কমলা কমলা সনে, কোটি কোটি চেটী সনে,
তথায় আইলা অনন্তর।

বিধি আদি দেবগণে, দূর করি সেই ক্ষণে,
হইলেন হরিষ অন্তর ।। ২
রাগ সুর লয় তাল, তান মান ক্রিয়া কাল,
বীণা বেণু যন্ত্র আলাপনে।
তুম্বুরু করিলা গান, শুনি তুষ্ট ভগবান,
দেখি নারদের ক্রোধ মনে ।।৩
পেয়ে মহা মনস্তাপ, কমলারে দিলা শাপ,
রাক্ষসীর গর্ভে জন্ম হবে।
রাক্ষসীর ব্যবহার, করি তুমি এপ্রকার,
অপমান করিয়াছ সবে ।। ৪
ঋষির দারুণ শাপে, ভয়েতে ত্রিলোক কাঁপে,
সকলেতে করে হাহাকার।
হরি সনে হরিপ্রিয়া, নারদের কাছে গিয়া,
করিলা বিনয় পরিহার ।। ৫
পরন্তু মুনির প্রতি, কহিলেন রমাপতি,
হে নারদ শুন সাবধানে।
যজ্ঞ যপ তপস্যায়, তত তুষ্ট নাহি তায়,
যত পরিতোষ পাই গানে ।। ৬

সঙ্গীত বিদ্যার বলে, বহু মুনি ধরাতলে,
করিলা সাযুজ্য লাভ সুখে।
কৌশিক তুম্বুরু আর, নিদর্শন দেখ তার,
যারা এই তোমার সম্মুখে ॥ ৭
আমার বচন ধর, ভূধর মানসোত্তর,
গান বন্ধু পেচক যথায়।
তথায় গমন করি, অভিমান পরিহরি,
পান কর সঙ্গীত সুধায় ॥ ৮
গোবিন্দের বাণী শুনি, চলিলা নারদ মুনি,
গানবন্ধু পেচকের কাছে।
অপ্সর কিন্নর গণ, যক্ষ রক্ষ অগণন,
চৌদিগে বেড়িয়া সবে আছে ॥ ৯
মধ্যস্থলে গানবন্ধু, ফলিতার্থ গান বন্ধু,
সঙ্গীতে করেন উপদেশ।
নারদেরে নিরখিয়া বসিতে আসন দিয়া,
প্রণমিয়া জিজ্ঞাসিলা শেষ ॥ ১০
কহ নিজ বিবরণ, এখানেতে কি কারণ,
আগমন হইল এক্ষণে।

হে ব্রহ্মিণ্ ভগবান, করি তব আজ্ঞা দান,
চরিতার্থ করহ এজনে ॥ ১১
শুনিয়া পেচক বাণী, কহিলা নারদ জ্ঞানী,
আশ্চার্য্য আমার বিবরণ।
উলুকেন্দ্র গুণাকর; অবধান তবে কর;
আসিয়াছি যাহার কারণ ॥ ১২
আমারে করিয়া দূর, নারায়ণ তুম্বুরুর,
শুনিলেম অপূর্ব্ব সঙ্গীত।
ব্রহ্মা আদি দেবগণে, তথা হৈতে সর্ব্ব জনে:
হয়েছেন সে দিনে তাড়িত ॥ ১৩
দেখিয়া কাতর অতি, আমারে কমলাপতি,
কহিলেন করিয়া সান্ত্বনা।
ভূধর মানসোত্তর, তথায় গমন কর,
ঘুচিবেক তোমার যন্ত্রণা ॥ ১৪
বিষ্ণুর প্রেরিত আমি, শুনহে বিহঙ্গ স্বামী,
মনোবাঞ্ছা পূরাহ আমার।
আমি শিষ্য তুমি গুরু, কাতরে করুণাঙ্কুর
এ সঙ্কটে তবে হই পার ॥ ১৫

দেখি নারদের দশা, গানবন্ধু মহা যশা,
কহিলেন শুন মহামুনি।
মম পূর্ব্ব বিবরণ, সর্ব্ব পাপ নিবারণ,
হইবে আশ্চর্য্য জ্ঞান শুনি ॥ ১৬
পূর্ব্ব কালে এক জন, শান্ত দান্ত বিচক্ষণ,
ভুবনেশ নামে ভূপ ছিলা।
অশ্বমেধ শত শত, বাজপেয় বিশেষত,
কব কত যতেক করিলা ॥ ১৭
কিন্তু নিজ অধিকারে, ঢেঁড়ি দিয়া দ্বারে দ্বারে,
নিষেধ করিলা সর্ব্ব জনে।
হরি কিম্বা অন্য দেবে, গানযোগে যেবা সেবে,
আমি তারে বধিব জীবনে ॥ ১৮
বেদ বিধি অনুসারে, দ্বিজগণ দেবতারে,
অর্চ্চনা করুন অনুদিন।
সূতমাগধাদি করি, আর যত বিদ্যাধরী,
হইবেক গানের অধীন ॥ ১৯
সে রাজার অধিকারে, শীতল নদীর ধারে,
ধাম্মিক বৈষ্ণব এক জন।

হরিমিত্র নাম তাঁর, বহুবিধ গুণাধার,
করিতেন হরির ভজন ॥ ২০
রাগ রাগিণীর তানে, সদা হরি গুণ গানে,
হরিমিত্র হরিতেন কাল।
দূত মুখে এই মত, তাঁহার চরিত্র যত,
শ্রবণ করিলা মহিপাল ॥ ২১
ক্রোধে রাজা ভুবনেশ, নিজ অধিকার দেশ,
ছাড়াইয়া দূর করি দিলা।
আপন কর্ম্মের গতি, মরণান্তে নরপতি,
সেই পাপে পেচক হইলা ॥২২
ক্ষুধায় আকুল প্রাণ, নাহি মিলে অন্ন পান,
কৃতান্তে করিলা নিবেদন।
বল ওহে ধর্ম্মরাজ, করিয়াছি কিবা কাজ,
হয় যাহা নরক সাধন ॥২৩
শুনিয়া পেচক বাণী, তপন তনয় জ্ঞানী,
কহিলেন শুন হে রাজন।
হরি মিত্র বিষ্ণুভক্ত, হরি প্রেমে অনুরক্ত,
হরিয়াছ তাঁর সব ধন ॥২৪

সেই মহাপাপে ভূপ, তুমি হে এ রূপ রূপ,
ক্ষুধায় কাতর নিরন্তর।
হইয়াছে স্বর্গ নাশ, পর্ব্বত কোটরে বাস
কিছুকাল কর অতঃপর ॥২৫
আপনার কলেবর, এখন ভক্ষণ কর,
পরেতে কুক্কুর জন্ম হবে।
কৃতান্ত এতেক বলি, নিজ স্থানে গেলা চলি,
শুনি হাহাকার করি তবে ॥২৬
হে নারদ মহামতি, আমি সেই নরপতি,
ভুবনেশ বিখ্যাত ভুবনে।
কর্ম্ম দোষে আপনার, হইয়াছি এ প্রকার,
আছি মৃত শরীর ভক্ষণে ॥২৭
হায় হায় কব কায়, দারুণ দুষ্কৃতি দায়,
দিবানিশি দগ্ধ হয় মন।
পর্ব্বত কোটর গেহ, ভক্ষ্য কি না শব দেহ,
উপস্থিত হইল তখন ॥২৮
হেন কালে দৈব যোগে, নানা মত সুখ ভোগে,
বিষ্ণু দূত গণেতে বেষ্টিত।

অরুণ বরণ রথে, হরি মিত্র শূন্য পথে,
গমন করেন ত্বরান্বিত ॥২৯
নিরখি নিকটে আসি, জিজ্ঞাসিলা গুণ রাশি,
হে পেচক বলহ আমারে।
ভুবনেশ ভূপতির, দেখিতেছি এ শরীর,
তুমি কেন উদ্যত আহারে ॥৩০
শুনি তাঁর বাণী পরে, মৃদু সকরুণ স্বরে,
কহিলাম শুন মহামতি।
আমি সেই ভুবনেশ, তোমারে দিয়াছি ক্লেশ,
সেই পাপে এঘোর দুর্গতি ॥৩১
যাবৎ না হবে কাল, এরূপে হরিব কাল,
পরেতে কুক্কুর জন্ম হবে।
হরি ভক্ত হরি মিত্র, ফলে জগতের মিত্র,
শুনি কহিলেন তিনি তবে ॥৩২
শুন ওহে নরবর, তোমার এ কলেবর,
অদৃশ্য হউক এইক্ষণে,
না হবে কুক্কুর আর, পাইবে উত্তমাহার,
সুখে রবে আমার বচনে ॥৩৩

অপ্সর কিন্নর নর, যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর,
সকলের গান গুরু হবে।
হরি মিত্র এত বলি, নিজস্থানে গেলা চলি,
শুনি আনন্দিত আমি তবে ॥৩৪
হে নারদ তপোধন, আমার এ বিবরণ,
পঠনে শ্রবণে ফল অতি।
শ্রীহরিমোহন কয়, ওহে হরি দয়াময়,
দূর কর দাসের দুর্গতি ॥৩৫

নারদের গান শিক্ষা।

গান বন্ধু নারদে কহিলা পুনর্ব্বার।
এই সব অপ্সর কিন্নর গণ আর ॥১
শিখিবারে সকলেতে সুচারু সঙ্গীত।
হয়েছেন আমার সমীপে উপস্থিত ॥২
হে নারদ তপস্যা তোমার মাত্র ধন।
শ্রম সাধ্য হয় এই সঙ্গীত সাধন ॥৩
উলুকের উপদেশে নারদ তাপস।
গান শিক্ষা করিলেন পরম সরস ॥৪

গান বন্ধু কহিলেন করি প্রণিধান।
স্মরণ রাখহ মনে এ গুণ নিধান ॥৫
আহারে বিহারে ধনধান্যে ব্যবহারে।
সম্পদ বর্দ্ধনে লোক লজ্জা পরিহারে ॥৬
স্বকীয় অঙ্গের নিরীক্ষণ সঞ্চালন।
হাস্য ভয় কম্প অন্য বিষয় স্মরণ ॥৭
গান কালে ত্যজিবেক এই সব যত।
গানাচার্য্যগণের জানিবে এই মত ॥৮
ক্ষুধার্ত্ত ভয়ার্ত্ত দর্শনার্ত্ত যেই জন।
অবশ্য করিবে সেই সঙ্গীত বর্জ্জন ॥৯
এই কথা শুনিয়া নারদ ঋষি বর।
গান শিক্ষা করিলেন সহস্র বৎসর ॥১০
রাগ ভাগ সমুদয় নারদ শিখিলা।
মনোহর বীণা বাদ্যে নিপুণ হইলা ॥১১
ছত্রিশ অযুত আর ছত্রিশ হাজার।
শিখিলেন তান আরো ছত্রিশ প্রকার ॥১২
সঙ্গীত পণ্ডিত হয়ে স্বয়ম্ভু তনয়।
পঞ্চকেরে কহিলেন করিয়া বিনয় ॥১৩

গান শিক্ষা করি আমি মহা কুতূহল ।
তব প্রিয়কর কার্য্য কি করিব বল ॥১৪
পেচক বলিল তবে শুন মহাশয় ।
আমার এ যশঃ যেন চিরকাল রয় ॥১৫
তথাস্তু বলিয়া মুনি দিলা তারে বর ।
তব অভিলাষ সিদ্ধ হবে গুণাকর ॥১৬
কল্পান্তরে এই তুমি হবে খগপতি ।
বিষ্ণুর বাহন জন্য পাইবে সদ্গতি ॥১৭
আমারে প্রসন্ন হও বিহঙ্গম বর ।
স্বস্থানে প্রস্থান আমি করি অতঃপর ॥১৮
এই কথা বলিয়া নারদ মহাশয় ।
চলিলেন তুম্বুরুকে করিবারে জয় ॥১৯
তুম্বুরু ঋষির বসতির সন্নিধান ।
দেখিলা আশ্চর্য্য রূপ নারদ ধীমান্ ॥২০
ছিন্ন ভিন্ন কলেবর অতি মনোহর ।
রহিয়াছে নর নারী পড়িয়া বিস্তর ॥২১
সে সবায় স্বায়ম্ভুব জিজ্ঞাসিলা রঙ্গ ।
কে তোমরা কি হেতু বিকৃত সব অঙ্গ ॥২২

নারদের গান শিক্ষা।

নারদে কহিল তারা বুঝাইয়া ভেদ।
তুমি করিয়াছ আমাদের অঙ্গচ্ছেদ ॥২৩
আমরা রাগিণী রাগ শুন গুণাকর।
যেরূপ এরূপ রূপ অবধান কর ॥২৪
যেই কালে তুমি গান কর মহাশয় ॥
সেইকালে আমাদের অঙ্গ ভঙ্গ হয় ॥২৫
পুনশ্চ তুম্বুরু গান করেন যখন।
আমাদেব ছিন্ন অঙ্গ হয় প্ররোহণ ॥২৬
ইহাব অধিক আর শুনিতে কি চান।
নারদ করেন হত তুম্বুরু বাঁচান ॥২৭
শুনিয়া নারদ মুনি হয়ে হত জ্ঞান।
আপনারে ধিক্ বলি করিলা প্রস্থান ॥২৮
লজ্জায মলীন অঙ্গ বিরস বদন ॥
শ্বেতদ্বীপে গেলা তবে বিষ্ণুর সদন ॥২৯
কাতর দেখিযা তাঁরে কমল লোচন।
কহিতে লাগিলা তবে মধুর বচন ॥৩০
গান বন্ধু নিকটে যে শিখিয়াছ গান।
তুম্বুরুর তুল্য তাহা নহে মতিমান ॥৩১

যে কালে হইব আমি দেবকী নন্দন।
সেই কালে আমারে করিও নিবেদন॥৩২
সঙ্গীতে হইবে তুমি তুম্বুরু সমান।
এখন গন্ধর্ব্ব কাছে শিক্ষা কর গান॥৩৩
প্রণাম করিয়া মুনি প্রস্থান করিলা।
হাহা হুহু সমীপেতে সঙ্গীত শিখিলা॥৩৪
দ্বাপরে হইলা হরি কৃষ্ণ অবতার।
আজ্ঞা মত কহিলেন স্বয়ম্ভু কুমার॥৩৫
রুক্মিণী ও সত্যভামা আর জাম্ববতী।
সকলেরে দামোদর দিলা অনুমতি॥৩৬
সে সবার কাছে মুনি সঙ্গীত শিখিলা।
শেষে হরি উপদেশ প্রদান করিলা॥৩৭
ব্রহ্মজ্ঞান নারদের হইল উদয়।
দ্বেষ হিংসা বিনাশ পাইল সমুদয়॥৩৮
কৃতার্থ হইলা তবে ব্রহ্মার কুমার।
তুম্বুরুর প্রতি দ্বেষ না রহিল আর॥৩৯
নারদেরে আদেশ করিলা ভগবান।
তুম্বুরুর সহিত মিলিয়া কর গান॥৪০

বাসুদেব পরায়ণ হয় যেই নর।
তাঁর গুণগানে রত থাকে নিরন্তর ॥৪১
চরমে পরম পদ সে পায় নিশ্চিত।
অতএব গান শিক্ষা অবশ্য উচিত ॥৪২
শ্রীহরিমোহন কহে কমল লোচন।
ভব ভয় দয়াময় করহে মোচন ॥৪৩

সীতার জন্ম।

মহামতি ভারদ্বাজ, দ্বিজ কুলে দ্বিজরাজ,
অবধান করহ সুধীর।
যেই রূপে জানকীর, জন্ম গর্ভে রাক্ষসীর,
হেতু যার ঋষির রুধির ॥১
ময়দানবের কন্যা, রূপে ত্রিভুবনে ধন্যা,
মন্দোদরী সুন্দরী ললনা।
অপ্সরী কিন্নরী পরি, সকলের সর্ব্বোপরি,
তুলনায় নাহিক তুলনা ॥২
কুটিল কুন্তল ভার, মনোলোভা শোভা তার,
বর্ণনে বর্ণন নাহি যায়।

ভাবে বুঝি ক্রোধ করি, হেরি কাল বিষধরী,
ধরাতলে ধরিবারে ধায় ॥৩
অথবা নীরদ ঘন, হেরিয়া হরিষ মন,
শ্রুতি চাতকের শুভ দিন।
কিবা জাল পাতি কেশে, অনঙ্গ ধীবর বেশে
বধিতে পুরুষ প্রাণ মীন ॥৪
সুচারু বদন খানি, সুধার সদন মানি,
শারদ পার্ব্বণ সুধাধার।
নয়ন চকোর মত, সচঞ্চল অবিরত,
পাইতে অমিয়া রস তার ॥৫
কিবা চারু শতদলে, নাচিতেছে কুতূহলে,
মনোহর যুগল খঞ্জন।
প্রভাকর প্রতিবিম্ব, অধর মধুর বিম্ব,
সার তার করিতে ভোজন ॥৬
ফুলধনু ধনু গুরু, বঙ্কিম বিনোদ ভুরু,
কটাক্ষ প্রখর শর ধার।
দশন কুন্দের কলি, অথবা মুকুতা বলি,
হাস্য ইন্দু বিদ্যুৎ আকার ॥৭

ভুজ লতাসনে বিসে, তুলনা হইবে কিসে,
সে যে নিজে কণ্টকের ঘর।
কামের কণক দণ্ড, তাহারে করিয়া খণ্ড,
রচিয়াছে বিধি গুণাকর ॥৮
পয়োধরে কিবা হার, রূপ তার চমৎকার,
মন্দাকিনী ধারা হিমাচলে।
বিগত কলঙ্ক মলা, সুচারু শশাঙ্ক কলা,
শম্ভু শিরে শোভে কেহ বলে ॥৯
কটি দরশন করি, বনে গেল করি অরি,
নিতম্ব ধরণীধরাধর।
করি কর সম উরু, কদলী কাণ্ডের গুরু,
চরণ সরোজ প্রভাকর ॥১০
লাবণ্য সাগর জলে, ত্রিবলি তরঙ্গ ছলে,
ঢল ঢল করে নিরন্তর।
গমনে দমন হংসী, বচনে হারিল বংশী,
বিকল কোকিল কলস্বর ॥১১
রূপে গুণে নিরূপমা, রাবণের প্রিয়তমা,
বিখ্যাত ত্রিলোক চরাচরে।

পরমেষ্ঠি বর বলে, স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে;
রাবণে সকলে ভয় করে ॥১২
এক দিন সে রাবণ, ত্যজি লঙ্কা নিকেতন,
উপনীত দণ্ডক কাননে।
তেজেতে তপন মত, তপস্বী ব্রাহ্মণ যত;
দেখি দুরাচার ভাবে মনে ॥১৩
এই সব ঋষি চয়, যদ্যপি না করি জয়,
তবে কিসে ভুবন বিজয়ী।
কিন্তু এ সবারে নাশ, করিতে না হয় আশ,
পাছে দুরদৃষ্ট ভাগী হই ॥১৪
এইরূপ ভাবি মনে সম্বোধিয়া মুনিগণে,
কহিল রাক্ষস দুরাশয়।
প্রকাশিয়া নিজ বল স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল,
এই আমি করিয়াছি জয় ॥১৫
জয় দেহ মুনিগণ, এতবলি দশানন,
খরশর অগ্রভাগ দিয়া।
ব্রহ্মরক্ত তপস্বীর, মধ্যে থুয়ে কলশীর,
প্রস্থান করিল তাহা নিয়া ॥১৬

প্রিয় কান্তা মন্দোদরী, তাহারে অর্পণ করি,
কহিলা করিয়া সাবধান।
ঋষিরক্ত ইহা হয়, বিষ হৈতে বিষময়,
ইহা না করিবে দান পান ॥১৭
পতির শুনিয়া বাণী, মন্দোদরী পাট রাণী,
রাখিল রুধির সযতনে।
ত্রিলোক করিয়া জয়, নিশাচর দুরাশয়;
ভ্রমে সদা হরষিত মনে ॥১৮
অতি মনোহর স্থল, মেরু বিন্ধ্য হিমাচল,
আর আর যত ধরাধরে।
দেবাসুর সুতাগণ, সুখে করি আহরণ,
অনঙ্গ প্রসঙ্গে কাল হরে ॥১৯
দেখিয়া পতির গতি, মন্দোদরী নারী সতী,
প্রাণ ত্যাগ সংকল্প করিয়া।
ক্রোধে হয়ে হত জ্ঞান, সেই রক্ত কৈলা পান,
আপনার উদর ভরিয়া ॥ ২০
অমনি গর্ব্ভেতে তার, মূর্ত্তিমতী অবতার,
কমলা হইলা সেইক্ষণে।

নিশাচরী মন্দোদরী, গর্ভ নিরীক্ষণ করি,
চিন্তিত হইল বড় মনে ॥২১
এ বাসে আমার পতি, বৎসরেক নাহি রতি,
আমি সতী নারী গর্ভবতী।
কি করিব কোথা যাব, কিসে পরিত্রাণ পাব,
হায় কি আমার হবে গতি ॥২২
তীর্থযাত্রা ছল করি, রথে চড়ি মন্দোদরী,
কুরুক্ষেত্রে গেলা তার পর।
গর্ভ কৈলা আকর্ষণ, নাহি তার নিদর্শন,
রাখিলেক মৃত্তিকা ভিতর ॥২৩
স্রোতস্বতী সরস্বতী, তাহে স্নান করি সতী,
নিবসতি আইলা আপন।
গোপনে করিলা কর্ম্ম, কেহ না বুঝিল মর্ম্ম;
জ্ঞাত ইহা নহে কোন জন ॥২৪
কিছু দিনান্তর পরে, জনক যজ্ঞের তরে,
সেই ভুমি করিলা কর্ষণ।
কন্যা হৈল সমুত্থিতা, প্রভাকর প্রভান্বিতা,
অপরূপ রূপ সুদর্শন ॥২৫

দেখিয়া কন্যার রূপ, বিস্ময় জনক ভূপ,
হেন কালে হৈল দৈব বাণী।
মহারাজ কন্যা লয়ে, গৃহে যাও হৃষ্ট হয়ে,
ইহাতে না হবে কোন হানি॥২৬
সীতা জন্ম বিবরণ, শুনে ইহা যেই জন,
তার জন্ম নাহি হয় আর।
শ্রীহরিমোহন কয়, ওহে রাম দয়াময়,
দয়া কর আমি দুরাচার॥২৭

কবি উক্তি।

অতঃপর হরি করিলেন পরিণয়।
বিশ্ব রূপ হেরিলেন আর্চ্চিক তনয়॥১
মূল গ্রন্থে এই রূপ আছয়ে বর্ণন।
ইতিহাসে সংলগ্ন না হয় কদাচন॥২
কি করিব উপায় না দেখি কিছু আর।
মূল দৃষ্টে স্থূল মর্ম্ম রচিত পয়ার॥৩
পরস্পর বাক্যের করিতে সমন্বয়।
ধামাধরা অনুবাদকের সাধ্য নয়॥৪

জামদগ্নির বিশ্বরূপ দর্শন ৷

জনক দুহিতা সীতা বিভাকরি রঙ্গে ৷
চলিলেন রামচন্দ্র পিতা ভ্রাতা সঙ্গে ৷৷১
রতি রতিপতি কাঁদে নিরখি সে বেশ ৷
মনোদুঃখে শশি করে সাগরে প্রবেশ ৷৷২
অদ্ভুত রামের কার্য্য ব্যক্ত ত্রিভুবনে ৷
পথ মধ্যে দেখা তাঁর জামদগ্ন্য সনে ৷৷৩
কহিলা রাঘব তাঁরে করিয়া বিনয় ৷
তব প্রিয় কার্য্য কিবা বল মহাশয় ৷৷৪
শ্রবণে বলিলা রাম শুন গুণাকর ৷
ধরিয়া আমার ধনু দেহ ছাড়ি শর ৷৷৫
উত্তর দিলেন রাম সহাস্য বদনে ৷
ক্ষত্রিয়ের কোথা বল ব্রাহ্মণ সদনে ৷৷৬
তথাচ বলিলা তেঁহ ছাড় মিছা ছল ৷
ধনুর্গুণ দিতে তুমি পার কিনা বল ৷৷৭
শুনি রঘুবর ক্রোধে ছাড়িলা হুঙ্কার ৷
কোদণ্ড লইয়া করে দিলেন টঙ্কার ৷৷৮

মহা শব্দ শুনি ভয়ে সকলে চঞ্চল।
থর থর কাঁপে পৃথ্বি পাতাল অঞ্চল ॥৯
পরশুরামের দর্প করিয়া দলনা।
জিজ্ঞাসা করিলা পুনঃ কি করি বলনা ॥১০
আর্চ্চিক তনয় তবু নির্লজ্জ হইয়া।
কহিলা আকর্ণ পূর কোদণ্ড লইয়া ॥১১
পরশু রামের রাম কুমতি হেরিয়া।
দিব্য চক্ষু দিলা মোহ বিনাশ করিয়া ॥১২
দেখাইলা বিশ্বরূপ নিজ কলেবরে।
অপরূপ কিবা রূপ মুনি মন হরে ॥১৩
মহাবেগে সেই শর ছাড়িলা রাঘব।
নিরখি পরশুরাম মানিলা লাঘব ॥১৪
লজ্জায় বিবর্ণ অঙ্গ মলীন বদন।
পিতৃগণ কাছে গেলা করিয়া রোদন ॥১৫
সান্ত্বনা করিলা তাঁরে যত পিতৃগণে।
বিষ্ণু হৈতে পরাভব খেদ নাহি মনে ॥১৬
পরন্তু পরশুরাম বধু সরোবরে।
স্নানে পূর্ব্বমত হৈলা পিতৃগণ বরে ॥১৭

শ্রীরাম চরিত্র কথা ভব বিভঞ্জন।
কবি কহে বিশেষতঃ হৃদয় রঞ্জন॥১৮

হনুমান রামচন্দ্রের চতুর্ভুজমূর্ত্তি দর্শন করেন।

দৈবের কি গতি, বিচিত্র অতি।
রমণী সংহতি, জানকী পতি॥১
চলিলেন বনে, বিরস মনে।
কোশলা নিবাসী প্রমাদ গণে॥২
অতি ঘোর ঘন, দণ্ডক বন।
করিলেন গিয়া, অবলম্বন॥৩
রাক্ষসের পতি, দুর্ম্মতি অতি।
ছলে হরি নিল, জানকী সতী॥৪
সীতা অন্বেষণে, লক্ষ্মণ সনে।
ভ্রমিলা রাঘব, সকল বনে॥৫
নয়নের জলে, ধরণী তলে।
বৈতরণী নদী, সকলে বলে॥৬

দিনকর গতে, ভ্রমণ পথে।
উপনীত ঋষ্যমূক পর্ব্বতে ॥৭
বালিবীর ভরে, সুগ্রীব ডরে।
মন্ত্রীসহ তথা, বসতি করে ॥৮
জানিয়া বারতা, শ্রীরাম যথা।
হনুমান্ আসি, মিলিলা তথা ॥৯
দেখে আসি রূপ, কি অপরূপ।
সেরূপ স্বরূপ নাহিক রূপ ॥১০
চরণের প্রভা, মরি কি শোভা।
তরুণ অরুণ কিরণ লোভা ॥১১
পরিধান পীত, বাস শোভিত।
শঙ্খ চক্র গদা কমল ধৃত ॥১২
বনমালা ধারী, কৌস্তুভ হারী।
কর সরোরুহ সুচারু চারি ॥১৩
নলীনজ সুত, সদ্গুণ যুত।
সনক সনন্দ কর্ত্তৃক স্তুত ॥১৪
শান্ত দান্ত ধীর, লক্ষ্মণ বীর।
সাক্ষাৎ অনন্ত গভীর স্থির ॥১৫

দশ শত ফণা, করি ধারণা।
আত পত্র তার নাহি তুলনা॥১৬
নাগিনী ও নাগে, দাঁড়ায়ে আগে।
কৃতাঞ্জলি করি করুণা মাগে॥১৭
মনোহর বেশ, শ্রীহৃষীকেশ।
হেরি বায়ু সুত বিগত ক্লেশ॥১৮
পুনর্ব্বার রাম, নীরদ শ্যাম।
ধরিলা স্বরূপ সুরূপ ঠাম॥১৯
ধনুঃশর করে, বিরাজ করে।
চারু জটাজূট মস্তকে ধরে॥২০
সমীরণ সুত, মানি অদ্ভুত।
কহিলেক আমি প্রেরিত দূত॥২১
শ্রীরাম চরণ, ভব বারণ।
কবি সেন ভণে করি স্মরণ॥২২

রামচন্দ্র হনুমানকে সাংখ্য
যোগ কহেন।

মহাবীর হনুমান্ দেখি রাম রূপ।
কল্পনা করেন মনে একি অপরূপ॥১

জিজ্ঞাসা করিলা তবে পবন তনয়।
একি রূপ অপরূপ নাহয় নির্ণয় ॥২
পূর্ব্বেতে অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়াছি তব।
দ্বিভুজ ধনুকধারী শিরে জটা সব ॥৩
এখন আবার একি পরম অদ্ভুত।
চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম যুত ॥৪
আমাদের চারি দিকে আছে অরি চয়।
কে তুমি আমারে দেহ সত্য পরিচয় ॥৫
ভক্তিমান্ হনুমান্ বিদ্যমান কাছে।
কম্পবান করযোড়ে দাঁড়াইয়া আছে ॥৬
সেই রূপ রামচন্দ্র নয়নে হেরিয়া।
ব্রহ্মজ্ঞান কহিলেন করুণা করিয়া ॥৭
প্রিয় বৎস হনুমান্ শুন মহামতি।
আমারে যে প্রশ্ন তুমি করিলা সংপ্রতি ॥৮
সাবধানে শুন যাহে জ্ঞানের উদয়।
দেবতারা জ্ঞাত ইহা নহে সমুদয় ॥৯
ব্রাহ্মণেরা প্রাপ্ত হয়ে যেই ব্রহ্ম জ্ঞান।
ব্রহ্মরূপে সুখেতে করেন অবস্থান ॥১০

ব্রহ্মবাদী নাহি হন সংসারে আসক্ত।
কহিতেছি তোমারে দেখিয়া অতি ভক্ত ॥১১
গুহ্য হৈতে গুহ্যতম ইহা অতিশয়।
পরম দুর্লভ জ্ঞান নাহিক সংশয় ॥১২
ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় শুদ্ধ সনাতন।
সূক্ষ্ম জ্ঞানময় সর্ব্ব পরম কারণ ॥১৩
কাল অগ্নি প্রকৃতি স্বরূপ তেজোময়।
বিশেষণ বিবর্জ্জিত বেদে ইহা কয় ॥১৪
এই বিশ্ব যেই ব্রহ্ম হইতে উদয়।
জন্মিয়া পুনশ্চ সেই ব্রহ্মেতে বিলয় ॥১৫
প্রপঞ্চ মায়িক বিশ্ব সৃষ্টি তাঁর বটে।
ফলতঃ নাহিক মায়া তাঁহার নিকটে ॥১৬
আপনি সংসারী কভু নাহে সেই প্রভু।
অন্যকে সংসারী তিনি না করেন কভু ॥১৭
অনল অনিল শূন্য ধরা বারি প্রাণ।
চিত্ত রূপ রস শব্দ স্পর্শ আর ঘ্রাণ ॥১৮
হস্তপদ আদি করি ওহে কপিবর।
ইহাদের স্বরূপ নহেন পরেশ্বর ॥১৯

প্রকৃতি পুরুষ এই পরমাত্মা নহে।
কর্ত্তা নহে ভোক্তা নহে শাস্ত্রে ইহা কহে।২০
মায়া নয় প্রাণ নয় কিছু কিছু নয়।
চৈতন্য স্বরূপ নিরঞ্জন নিরাময় ॥২১
ছায়া ও আতপ আলো আর অন্ধকার।
পরস্পর লক্ষণে না মেলে যে প্রকার ॥২২
সেইরূপ পরমাত্মা প্রপঞ্চ জগতে।
সমভাব স্বভাবে না হয় কোন মতে ॥২৩
যাঁহাকে না জানি জীব বিকৃত স্বভাব।
শত শত জন্মে নাহি মোক্ষ হয় লাভ ॥২৪
বিকার বিহীন চিত্ত নিত্য সুখে মন।
জীবন্মুক্ত যোগী ঋষি মুনি জ্ঞানীগণ ॥২৫
পরমার্থ আত্মাতে করেন দরশন।
সদানন্দ শোকে লিপ্ত কভু নাহি হন ॥২৬
আত্মতত্ত্ব জ্ঞানহীন মনুষ্য সকলে।
আমি কর্ত্তা আমি দুঃখী আমি সুখী বলে ২৭
নাহি পারে করিবারে আত্ম নিরূপণ।
কৃষ স্থূল ইত্যাদি আত্মাতে নিরূপণ ॥২৮

অক্ষয় প্রকৃতি পর সাক্ষির স্বরূপ।
সর্ব্ব ব্যাপী সনাতন অব্যয় অরূপ ॥২৯
তত্ত্ব জ্ঞান ভিন্ন অন্য জ্ঞান যত হয়।
তাহাকে অজ্ঞান বলি জ্ঞানশাস্ত্রে কয় ॥৩০
জ্যোতির্ম্ময় নিত্য সত্য সর্ব্বত্রে গমন।
পরম পুরুষ সেই ব্রহ্ম সনাতন ॥৩১
অনাদি অনন্ত নাহি আদি অন্ত তাঁর।
তমগুণে কর্ত্তৃত্ব দেখান আপনার ॥৩২
শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্রহ্মবাদী মুনিগণ।
প্রকৃতিকে সকলের বলেন কারণ ॥৩৩
প্রকৃতি বশেতে আত্মা পাইয়া বিকৃতি।
না জানেন আপনার স্বরূপ প্রকৃতি ॥৩৪
আত্মজ্ঞান ভিন্ন অন্যে হয় আত্ম ভাব।
এই হেতু দ্বেষাদি দোষের আবির্ভাব ॥৩৫
কার্য্য মাত্র ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান হয় মনে।
বারম্বার বহুবিধ জন্ম তেকারণে ॥৩৬
দোষ বিবর্জ্জিত বিভু নিত্য সনাতন।
মায়া শক্তি দ্বারা তিনি ভিন্ন ভিন্ন হন ॥৩৭

এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বেদে ইহা কয়।
নিত্য সত্য সনাতন কেবল চিন্ময় ।।৩৮
স্বভাবত সুবিমল গগণ মণ্ডল।
ধূম সহকারে হয় যেরূপ সমল ।।৩৯
স্ফটিকের কাছে যদি অন্য বস্তু রয়।
তাহার স্বরূপ রূপ স্ফটিকের হয় ।।৪০
সেই রূপ এই আত্মা মায়ার অধীন।
স্বভাবে বিমল হয়ে সঙ্গত মলীন ।।৪১
এই বিশ্ব জ্ঞানময় কহেন সুধীর।
চৈতন্য স্বরূপ আত্মা ইহা বটে স্থির ।।৪২
গুণাতীত সর্ব্বব্যাপী আত্মা আত্ম রূপ।
ভ্রান্ত ব্যক্তি দেখে আত্মা অর্থের স্বরূপ ।।৪৩
স্ফটিকের কাছে যদি রক্ত বস্তু রয়।
তাহার স্বরূপ রূপ স্ফটিকের হয় ।। ৪৪
সেই রূপ আত্মা অন্যে করিলে সংযোগ।
শুদ্ধ আত্মা করেন অন্যের ধর্ম্ম ভোগ ।।৪৫
শ্রোতব্য মন্তব্য আত্মা প্রমাণ শ্রুতির।
অবশ্য উপাস্য হন মুমুক্ষু ব্যক্তির ।। ৪৬

যেই কালে সর্ব্বভূতে আত্ম দৃষ্টি হয়।
আত্মাতে পুনশ্চ দেখে সর্ব্বভূতময় ॥ ৪৭
আত্ম ভিন্ন বিশ্ব মধ্যে দৃশ্য কিছু নয়।
সেই কালে হয় তত্ত্বজ্ঞানের উদয় ॥ ৪৮
যেই কালে এই জীব হয়ে সমাহিত।
ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা হন ব্রহ্মেতে মিশ্রিত ॥ ৪৯
সেই কালে নাম রূপ করি পরিহার।
ব্রহ্ম রূপ হয়ে জীব করেন বিহার ॥ ৫০
কামনা কলাপ যেবা করে বিসর্জ্জন।
পরম নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয় সেই জন ॥ ৫১
আত্মা সত্য আর সব মিথ্যা যেবা ভাবে।
সে হয় পরম সুখী জ্ঞানের প্রভাবে ॥ ৫২
জন্ম জরা আদি করি ব্যাধি যত হয়।
ব্রহ্মজ্ঞান কেবল ভেষজ শাস্ত্রে কয় ॥ ৫৩
নদ নদী যথা হয় সাগরে মিলন।
জ্ঞানী সহ ব্রহ্মের সেরূপ সংঘটন ॥ ৫৪
ব্রহ্ম এক সত্য আর মিথ্যা সমুদয়।
প্রপঞ্চ জগৎ ইহা কিছু কিছু নয় ॥ ৫৫

অজ্ঞানে আবৃত হয়ে যত জীব চয়।
পরিহার করে ব্রহ্ম পূর্ণ জ্ঞানময়॥৫
নিরমল ব্রহ্মজ্ঞান সূক্ষ্ম অতিশয়।
অজ্ঞান তিমির তুল্য শুন গুণালয়॥ ৫৭
সাংখ্যযোগ ইহারে বেদান্ত শাস্ত্রে কয়।
ব্রহ্মেতে সংযোগ চিত্ত সেই যোগ হয়॥ ৫৮
যোগ হৈতে জ্ঞান জন্মে জ্ঞান হৈতে যোগ।
যোগ জ্ঞান যুক্ত করে সর্ব্ব সুখ ভোগ॥ ৫৯
যোগী যাহা পায় জ্ঞানী তাহা প্রাপ্ত হয়।
যোগ জ্ঞান যুক্ত তারে তত্ত্বজ্ঞানী কয়॥ ৬০
প্রিয় বৎস হনুমান শুন সাবধানে।
মায়া মুগ্ধ নরে নাহি আত্ম তত্ত্ব জানে॥ ৬১
অতুল মহৎ জ্ঞান যাহা সর্ব্বব্যাপী।
দেহান্তরে যোগী নহে বঞ্চিত কদাপি ৬২
আমি আত্মা অব্যক্ত মায়াবী অবিনাশী।
সর্ব্ব লোকে সুবিদিত শুন গুণরাশি॥ ৬৩
সর্ব্ব রস সর্ব্ব কাম অজর অমর।
সর্ব্বস্ব স্বরূপ আমি সর্ব্ব চরাচর॥ ৬৪

কর পদ বিনা করি গ্রহণ গমন।
চক্ষু কর্ণ ব্যতিরেকে দর্শন শ্রবণ॥ ৬৫
আমি সব জানি কেহ আমারে না জানে।
পরম পুরুষ আমি জ্ঞানীগণ মানে॥ ৬৬
এই আমি করিয়াছি শরীর ধারণ।
সবার প্রেরক আমি পরম কারণ॥ ৬৭
মায়া বিবর্জ্জিত সকলের অগোচর।
যোগীগণ জানি মম গুপ্ত কলেবর॥ ৬৮
বিমুক্ত হইয়া হন ব্রহ্মেতে বিলয়।
শত কোটি কল্পে আর জন্ম নাহি হয়॥ ৬৯
যেই জ্ঞান তোমারে দিলাম হনুমান।
পুত্র শিষ্য ভিন্ন অন্যে না করিবে দান॥ ৭০
শ্রীহরিমোহন কহে কমল লোচন।
ভব ভয় দয়াময় করহে মোচন॥ ৭১

ব্রহ্ম মাহাত্ম্য বর্ণন।

রঘুকুল পতি রাম, নব দূর্ব্বাদল শ্যাম,
দাশরথি কৌশল্যা নন্দন।

সম্বোধিয়া পুনর্ব্বার, কহিলেন যোগ সার;
মুক্ত যাহে সংসার বন্ধন ॥ ১
পরমাত্মা পরাৎপর; যাঁহা হৈতে চরাচর;
এই বিশ্ব জগৎ উদিত।
পুরুষ প্রধান হন, নিত্য সত্য সনাতন,
কেহ নহে তাঁহারে বিদিত ॥ ২
নাশা শ্রুতি ওষ্ঠাধর, নয়ন বদন কর,
চরণ বরণ সুবিমল।
অবিনাশি ঈশ্বরের, অংশকলা শরীরের,
ব্যাপিয়াছে সমুদয় স্থল ॥ ৩
বিশ্বের গোচর নয়, বিশ্বাধার বিশ্বময়,
শরীর ইন্দ্রিয় নাহি তাঁর।
সর্ব্বময় অতীন্দ্রিয়, ব্যক্ত নয় অদ্বিতীয়,
বিচিত্র স্বভাব সদাত্মার ॥ ৪
পুরুষ প্রকৃতি সঙ্গে, সংযোগ হইয়া রঙ্গে,
ক্রমে সৃষ্টি হয় চরাচর।
মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার, অন্তরাত্মা জীব আর,
এসব প্রভব পর পর ॥ ৫

কালেতে সৃজন হয়, কালেতে আবার লয়;
সমুদয় কালের অধীন।
করিতে কালেরে বাধ্য,নাহিক কাহারো সাধ্য,
কালের অধীন চিরদিন ॥ ৬
ইন্দ্রিয় প্রধান মন, কহেন পণ্ডিতগণ,
তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অহঙ্কার।
তার পর মহত্তত্ত্ব, পশ্চাৎ প্রকৃতি তত্ত্ব,
সবার প্রধান বিশ্বাধার ॥ ৭
আমি সেই বিশ্বপতি, সকল জীবের গতি,
আমা হৈতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই।
মমতত্ত্ব জানে যেই, পরম পবিত্র সেই,
স্বর্গ উপসর্গ তার ঠাঁই ॥ ৮
আমার কটাক্ষ দৃষ্টি, মাত্র হয় বিশ্ব সৃষ্টি,
পুনর্ব্বার পালন সংহার।
মায়াধীন আমি নয়,কিন্তু বটে মায়াময়,
কর্ত্তা আমি কাল সহকার ॥ ৯
শ্রীরাম চরিতামৃত, মহর্ষি বাল্মীকি কৃত,
সুললিত বিদিত ভূতলে।

বর্ণনে নাহিক শক্তি, ভরসা কেবল ভক্তি,
করপুটে কবি সেন বলে ॥ ১০

রামচন্দ্র হনুমানকে ভক্তি
যোগ কহেন।

হে গুণ নিধান, কর প্রণিধান,
বায়ু সুত মহামতি।
যাহাতে আমার, এরূপ আকার,
কর তাহা অবগতি ॥ ১
জপ যজ্ঞ দান, বিবিধ বিধান,
যত আছে সদুপায়।
বিনা ভাল ভক্তি, নাহি কারো শক্তি,
আমার উদ্দেশ পায় ॥ ২
আমি নির্ব্বিশেষ, সকলের শেষ,
করি সুখে অধিবাস।
নিত্য নিরঞ্জন, নিখিল কারণ,
নাহিক আমার নাস ॥ ৩
সর্ব্বব্যাপী আমি, সর্ব্বত্রেতে গামী,
নাহি হয় অনুমান।

অব্যয় অপরূপ, সাক্ষির স্বরূপ,
শুন ওহে হনুমান ॥ ৪
সবার অন্তরে, নিরন্তর চরে,
জীবের জীবন যেই,
উপেন্দ্র বিধাতা, বিভু বিশ্বপাতা,
আমি পরমাত্মা সেই ॥ ৫
ঋষি দেবগণ, মম দরশন,
সহজে নাহিক পান।
এক অদ্বিতীয়, নির্গুণ নিষ্ক্রিয়,
বেদে করে গুণ গান ॥ ৬
যত দ্বিজগণ, করেন যজন,
পাইয়া পরম জ্ঞান।
বিরিঞ্চি বাসব, আদি দেব সব,
নিরবধি করে ধ্যান ॥ ৭
সর্ব্ব দেব ময়, সর্ব্ব দোরশূন্য,
আমি সর্ব্ব ফল প্রদ।
আমার ভজনে, পায় সর্ব্ব জনে,
সুখ আর মোক্ষ পদ ॥ ৮

বেদতত্ত্ব পণ্ডিত, গুণেতে মণ্ডিত,
আমাকে করেন গান।
মম অভিলাষ, সদা করিবাস,
ভক্ত জন সন্নিধান॥ ৯
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ, বৈশ্য শূদ্রগণ।
যেকেহ আশ্রয় লয়।
অবশ্য সেজন, মুক্তির ভাজন,
আমার আদেশে হয়॥ ১০
নাহি ভুঞ্জে পাপ, নাহি ভুঞ্জে তাপ,
মম ভক্তি পরায়ণ।
নাহি তার নাশ, নাহি গর্ভ বাস,
নিশ্চয় আমার পণ॥ ১১
দিয়া পুষ্প দল, জাহ্নবীর জল;
যেজন অর্চনা করে।
সেই সে সমতি, মম ভক্ত অতি,
সদা সুখে কাল হরে॥ ১২
সৃষ্টির আগেতে, হিতানুরাগেতে,
সৃষ্টি করি বিধাতারে।

দিয়া চতুর্ব্বেদ, ঘুচায়েছি খেদ,
লোকে সুখী করিবারে ॥ ১৩
যত যোগীগণ, ধ্যানে নিমগন,
আমি গুরু সকলের।
ধার্ম্মিক গণের, সন্তোষ মনের,
শাস্তা পাপী সমস্তের ॥ ১৪
সংসার কারণ, সংসার বারণ,
সংসার মোচন আমি।
সংসার রহিত, সর্ব্ব জন হিত,
অবিনাশী অন্তর্যামী ॥ ১৫
সৃজন পালন, নাশের কারণ,
আমি বিধি হরি হর।
আমার মায়ায়, মোহ কে না যায়;
দেবাসুর নাগ নর ॥ ১৬
বিমল সদয়, যোগীর হৃদয়,
তাহাতে উদয় হয়ে।
মায়া করি ক্ষয়, শুন গুণালয়;
আত্মার মাঝারে রয়ে ॥ ১৭

কেহ পায় ধ্যানে; কেহ পায় জ্ঞানে,
কেহ পায় কর্ম্মযোগে।
মম ভক্ত যেবা; করে মম সেবা,
সে না কোন পাপে ভোগে॥ ১৮
যেই শান্তমন, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ,
সে করিবে উপদেশ।
শ্রীহরিমোহন, করে নিবেদন,
দয়া কর হৃষীকেশ॥ ১৯

হনুমান্ রামচন্দ্র সংবাদ।

আমি করি সমুদয় লোকের নির্ম্মাণ।
আমি করি পুনর্ব্বার রক্ষার বিধান॥ ১
আমি করি কালরূপে সবার সংহার।
আমি করি বহু বেশে ব্রহ্মাণ্ডে বিহার॥ ২
তুমি মানিতেছ যাহা অতি অপরূপ।
সেরূপ আমার আমি তাহার স্বরূপ॥ ৩
বিশ্ব সংসারের চেষ্টা মম অধিষ্ঠানে।
জন্ম মৃত্যু শূন্য আমি শুন সাবধানে॥ ৪

প্রকৃতি পুরুষ হয় সৃষ্টির প্রথমে।
মহত্তত্ত্ব হিরণ্যগর্ভাদি ক্রমে ক্রমে॥ ৫
যে বিধি করেন এই সৃষ্টির বিধান।
আমি করিয়াছি তাঁরে দেবের প্রধান॥ ৬
আমার শরীর হরি করিয়া ধারণ।
সুখেতে করেন বিশ্ব জগত পালন॥ ৭
আমার আদেশে হর করেন সংহার।
আমার আজ্ঞাতে করে অনল আহার॥৮
আমার শাসন ভয়ে সূর্য্য আর শশি।
সুধা বারি বরিষে গগণ মাজে বসি॥ ৯
আমার আদেশ বলে সহস্র লোচন।
যজ্ঞ ফল দানে পাপ করেন মোচন॥ ১০
আমার আজ্ঞাতে অর্ক অঙ্গজ শমন।
নিয়মে করেন সদা দুষ্টের দমন॥ ১১
কুবের নৈঋত যক্ষ রাক্ষসের পতি।
আমার অধীনে তাঁরা করেন বসতি॥ ১২
শিতিকণ্ঠ ভূতনাথ সকলের স্তুত।
আমার আজ্ঞায় তিনি সদা বশীভূত॥১৩

বিনায়ক গণেশ করেন বিঘ্ন নাশ। —
আমার আদেশে তিনি করেন বিলাস ॥১৪
ব্রহ্মজ্ঞানিগণ শ্রেষ্ঠ দেব ষড়ানন।
কুমার আমার আজ্ঞা কভু ছাড়ানন॥ ১৫
বাক্য বিনোদিনী বাণী মম আজ্ঞা বলে।
প্রশস্ত বচন দান করেন সকলে॥ ১৬
ব্রহ্মজ্ঞান বিধায়িনী সাবিত্রী পার্ব্বতী।
আমার আজ্ঞার তাঁরা অনুগত অতি॥ ১৭
অনন্ত মহিমা হয় অনন্ত যাঁহার।
মস্তকে ধরেন ধরা আদেশে আমার॥ ১৮
সম্বর্ত্ত অনল চতুর্দ্দশ মনু আর।
বসুগণ রুদ্রগণ অশ্বিনী কুমার॥ ১৯
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর।
সিদ্ধ সাধ্য প্রমথ পিশাচ নাগ নর॥ ২০
বৎসর অয়ন ঋতু পক্ষ মাস দিন,
মন্বন্তর আদি করি আমার অধীন॥ ২১
অধিক কথনে আর প্রয়োজন কিবা।
সকলি আমার আমি সকল জানিবা॥ ২২

গুপ্ত ধর্ম্ম ইহা শুন পবন নন্দন।
যাহা জানি মুক্ত জীব সংসার বন্ধন ॥ ২৩
মায়াযোগে আমি দশরথের কুমার।
কহিলাম তোমারে পরম যোগ সার ॥ ২৪
তোমার সহিত এই আমার সংবাদে।
প্রতি দিন যেই পাঠ করিবে অবাধে ॥ ২৫
অবশ্য হইবে তার সংসার মোচন।
কবি কহে কৃপা কর কমল লোচন ॥ ২৬

হনুমান্ রামচন্দ্রকে
স্তব করেন।

হনুমান্ বীরবর, যুড়িয়া যুগল কর,
রাম রূপ মনোহর, ভাবিয়া অন্তরে।
বেদ বিধি অনুসারে, স্তুতি করিলেন তাঁরে,
যাঁহারে চিনিতে নারে, বিরিঞ্চি শঙ্করে ॥ ১
নিত্য সত্য আদি ভূত, সনন্দাদি দ্বারা স্তুত,
বিভু সর্ব্ব শক্তি যুত, কমল লোচন।
পুরুষ পুরাণ ঈশ, জনার্দ্দন জগদীশ,
বিনাশ বসানা বিষ, হে ভবমোচন ॥ ২

নমো প্রভু নমোনম, প্রাণেশ্বর প্রাণ সম,
সূক্ষ্ম হৈতে সূক্ষ্ম তম, সাধক রঞ্জন।
হে হিরণ্য গর্ভাকার, নির্ব্বিশেষ নির্ব্বিকার,
বিশ্ব ব্যাপী বিশ্বাধার, বিপদ ভঞ্জন॥ ৩
প্রণাম তোমারে করি, মনোহর মূর্ত্তিধরি,
সঘন গগণোপরি, করহে বিহার।
নিরখিয়া তব রূপ, আনন্দ জলধিকূপ,
উথলিল অপরূপ কি ভাব ইহার॥ ৪
আপনি প্রকাশমান, ওঙ্কার তোমার ধ্যান,
নাহি যার ভেদজ্ঞান, সেজন পণ্ডিত,
যারা শান্তি গুণ ধরে, তব দীপ্ত কলেবরে,
সুখেতে প্রবেশ করে, গুণেতে মণ্ডিত॥ ৫
তোমারে জানিয়া হর, অণিম বিভূতি ধর,
তেজোরাশি পরাৎপর, বিধি পদ্মাসন।
কাটিয়া জঞ্জাল জাল, সুখেতে হরেন কাল,
নাহি তাঁর কালাকাল, পাপ প্রনাশন॥ ৬
তুমি বিভু বিশ্বময়, চরমে তোমাতে লয়,
আমি তব পদাশ্রয়, করিহে প্রণতি।

অনিল অনল রবি, ইন্দ্র চারুচন্দ্র ছবি,
কহেন তোমারে কবি, পণ্ডিত সুমতি ॥৭
গুণাতীত গুণালয়, নাহিক তোমার ক্ষয়,
জগদীশ জয় জয়, সংসার রক্ষণ।
তুমি হরি তুমি হর, তুমি বিশ্ব চরাচর,
পরেশ্বর পরাৎপর, কেজানে লক্ষণ ॥ ৮
তেজেতে তপন মত, তমোগুণ তব হত,
কহেন পণ্ডিত যত, অনাদি কারণ।
যোগাতীত যোগেশ্বর, অনন্ত মহিমাধর,
কাতরে করুণা কর ত্রিলোক তারণ ॥ ৯
চরণ স্মরণে তব, পরাভব হয় ভব,
মরণ যন্ত্রণা সব, না হয় ঘটন।
গুণনিধি নাহি গুণ, ছেদ কর মায়া গুণ,
কবিসেন তব গুণ করিল রটন ॥ ১০

রাবণ বধ ও রামের
অযোধ্যায় যাত্রা।

এই রূপে হনুমান্, রামচন্দ্র বিদ্যমান্,
কৃতাঞ্জলি করিলা স্তবন।

সেরূপ সম্বরি রাম, দাশরথি গুণধাম,
হনুমানে বলিলা তখন ॥ ১
দুরাচার নিশাচরে, আমাদের অগোচরে,
জানকীরে লইয়াছে হরি।
অতএব ইচ্ছা মনে, অদ্য সুগ্রীবের সনে,
দেহ তুমি সখ্যভাব করি ॥ ২
শুনি বীর সেইক্ষণে, স্কন্ধে করি দুই জনে,
সুগ্রীবের নিকটে আইলা।
মিলন হইলে পর, উপকার পরস্পর,
করিবারে স্বীকার করিলা ॥ ৩
বালিরে করিয়া বধ, সুগ্রীবেরে দিয়া পদ,
লক্ষ্মণেরে করিলা আদেশ।
সমুদ্র হইব পার, উপায় করহ তার;
অরি পুরি করিব প্রবেশ ॥ ৪
শ্রীরামের অনুমতি, বলিলা জলধি প্রতি,
অনন্ত লক্ষ্মণ বীরবর।
না রাখিলা অনুরোধ, দেখি লক্ষ্মণের ক্রোধ,
উদয় হইলা তার পর ॥ ৫

ঝাঁপ দিলা সিন্ধু জলে; গাত্রোত্থিত শিখানলে,
করিলেন সমুদ্র শোষণ।
মকর কুম্ভীর মীন, জলচর বল হীন,
দেখি ভীত হৈলা দেবগণ॥ ৬
বিরহেতে জানকীর, সকাতর রঘুবীর,
নয়ন যুগলে নীর ধারা।
সেই জলে মহামতি, পূর্ণ কৈলা নদী পতি,
হরষিত জলজন্তু যারা॥ ৭
কপিগণ পার হেতু, তাহাতে বাঁধিলা সেতু,
পুষ্প বৃষ্টি করে দেবগণ।
দশাননে বিনাশিয়া, বিভীষণে রাজ্য দিয়া,
করিলেন অযোধ্যা গমন॥ ৮
নারী ভ্রাতা সঙ্গে রাম, প্রবেশিলা নিজ ধাম,
হনুমান্ সুগ্রীব সহিত।
জানিয়া অযোধ্যা বাসী, সকলে মিলিলা আসি,
প্রেমানন্দ পুলকে মোহিত॥ ৯
রাজা হৈলা প্রভু রাম, পূর্ণ হৈল মনস্কাম,
অতঃপর সুখী সর্ব্ব জন।

শ্রীহরিমোহন কয়, দয়া কর দয়াময়,
আমি দীন অতি অভাজন ।। ১০

সহস্রানন রাবণের বিবরণ।

নিশাচর কুল রণে করিয়া নিপাত।
অযোধ্যায় রাজা হইলেন রঘুনাথ ।। ১
ফল ফুল করে লয়ে যত ঋষিগণ।
আশীর্ব্বাদ করিবারে করিলা গমন ।। ২
বিশ্বামিত্র দত্তাত্রেয় বশিষ্ঠ প্রভৃতি।
আইলা অনেক মুনি অনল আকৃতি ।। ৩
অমাত্য বান্ধব সীতা সহ রঘুপতি।
পূজিলা ঋষির পদ হরষিত মতি ।। ৪
অগস্ত্য প্রভৃতি করি যত জ্ঞানীবর।
শ্রীরামের স্তুতি বাদ করিলা বিস্তর ।। ৫
সমরে রজনীচর করিয়া সংহার।
পুনর্ব্বার পৃথিবীরে করিলা উদ্ধার ।। ৬
ইক্ষাকুকুলের তুমি আনন্দ জনক।
নাশিলা রাবণ রণে অতি ভয়ানক ।। ৭

জনক নন্দিনী আর নারিলা রহিতে।
ঋষি সম্বোধিয়া তবে লাগিলা কহিতে ॥ ৮
রাবণের বধেতে প্রশংসা বারম্বার।
পরিহাস তুল্য জ্ঞান হতেছে আমার ॥ ৯
শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন যত মুনিগণ।
কহিতে লাগিলা সীতা মধুর বচন ॥ ১০
মিথ্যা নাহি কহি আমি শুন দ্বিজ চয়।
অবধান কর যদি বলি সমুদয় ॥ ১১
সীতার বচন শুনি অগস্ত্য প্রভৃতি।
কহিতে লাগিলা মনে পেয়ে মহাপ্রীতি ॥ ১২
কিবা জান কহ সীতা আমূল বৃত্তান্ত।
শুনিতে তোমার কথা বাসনা নিতান্ত ॥ ১৩
ঋষি পতি দেবরের লয়ে অনুমতি।
কহিতে লাগিলা সীতা সতী ভাগ্যবতী ॥ ১৪
বিবাহের পূর্ব্বে কিছু মিথিলা নগরে।
যে কালে ছিলাম আমি জনকের ঘরে ॥ ১৫
সেই কালে এক জন দ্বিজ তীর্থ বাসী।
অতিথি রূপেতে উপস্থিত হৈলা আসি ॥ ১৬

পিতারে কহিলা শুন জনক ভূপতি।
যাবৎ বরষা আমি করিব বসতি ॥ ১৭
দেব সেবা সম যদি মম সেবা কর।
অন্যথা তোমার ঘর ত্যজিব সত্বর ॥ ১৮
জনক আমার দ্বিজভক্তি পরায়ণ।
ব্রাহ্মণেরে রাখিলেন করিয়া যতন ॥ ১৯
খাদ্য দ্রব্য দিলা সব করি আয়োজন।
আমিও ছিলাম তথা সেবার কারণ ॥ ২০
পরমার্থ পান্থ দ্বিজ জ্ঞানী অতিশয়।
আমারে যে আজ্ঞা করিতেন যে সময় ॥ ২১
সাবধানে তাহা করিতাম সম্পাদন।
কিবা দিবা নিশি কাল নাহি নিরূপণ ॥ ২২
মহাত্মা তেজস্বী দ্বিজ পণ্ডিত কেশরী।
ভ্রমিতেন সদা তীর্থ পর্য্যটন করি ॥ ২৩
বহুবিধ বিচিত্র প্রবন্ধ বহুতর।
শুনিতাম তাঁর কাছে করিয়া আদর ॥ ২৪
আমার সেবাতে তুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ।
কহিলেন এক কথা শুন মুনিগণ ॥ ২৫

হে সীতে আশ্চর্য্য করিয়াছি দরশন।
মনোহর পুষ্কর দ্বীপের আয়তন॥ ২৬
দুগ্ধ সমুদ্রের জল বলয় আকার।
চারিদিকে বেষ্টন করিয়া আছে তার॥ ২৭
পুষ্কর পুষ্করদ্বীপে দুষ্কর স্বভাব।
মহাবহ্নি শিখা সম তাহার প্রভাব॥ ২৮
লক্ষ দল শত দল ব্রহ্মার আসন।
অদ্ভুত ব্যাপার করিয়াছি দরশন॥ ২৯
তার মধ্যে ধরাধর মানস উত্তর।
অযুত যোজন দীর্ঘে যার পরিসর॥ ৩০
তার চারিপাশে পুরী অপূর্ব্ব গঠন।
বিশ্বকর্ম্মা বিরচিত অমর কারণ॥ ৩১
সুমালি নামেতে তথা রাক্ষসের পতি।
নিকষা তাহার কন্যা রূপবতী অতি॥ ৩২
বিস্রব মুনির সেই সিমন্তিনী হয়।
প্রসব করিলা তবে যুগল তনয়॥ ৩৩
প্রথম সহস্রানন অতি ভয়ঙ্কর।
দ্বিতীয় দশাস্য খ্যাত বিশ্ব চরাচর॥ ৩৪

জন্মিয়া কঠোর রব দুই জনে করে।
এই হেতু তাহারা রাবণ নাম ধরে॥ ৩৫
কনিষ্ঠ রাবণ করে লঙ্কায় বসতি।
পরমেষ্ঠি বর বলে দর্প তার অতি॥ ৩৬
প্রধান সহস্র মুখ বিনা তপোবলে।
স্বাভাবিক শক্তি হেতু খ্যাত ভূমণ্ডলে॥ ৩৭
তিন লোক নাশিবারে পারে করি হেলা।
চন্দ্র সূর্য্য লয়ে সুখে করে কন্দু খেলা॥ ৩৮
ইন্দ্র আদি দেবতার পুরী মনোহর।
বল দ্বারা গ্রহণ করিয়া নিশাচর॥ ৩৯
মাতামহ কুল সহ তথা বাস করে।
তার মধ্যে যেই পুরী বহু শোভা ধরে॥ ৪০
জগতের সার শোভা করি আকর্ষণ।
রাখিয়াছে এক স্থানে রাক্ষস রাবণ॥ ৪১
শাল তাল তমাল পনস দেব দারু।
পারিজাত কল্পলতা বকুল সুচারু॥ ৪২
শীত পীত লোহিত বরণ তরুগণ।
সর্ব্বকালে ফল ফুল অতি সুশোভন॥ ৪৩

মনোহর সরোবর শোভা চমৎকার ।
টল টল করে জল জলদ আকার ।। ৪৪
কমল কুমুদ কত ইন্দীবর ফুটে ।
মধু আশে ঝাঁকে ঝাঁকে অলিগণ ছুটে ।। ৪৫
ডাহুক ডাহুকী ডাকে খঞ্জনী খঞ্জন ।
সারস সারসী সব হৃদয় রঞ্জন ।। ৪৬
চক্রবাক চক্রবাকী রাজহংস গণ ।
কোকিল কোকিলা কত না হয় গণন ।। ৪৭
মণিমুক্তা রচিত সোপান মনোহর ।
চৌদিকে চাঁদনী চক দেখিতে সুন্দর ।।৪৮
মন্দর মলয় মেরু আদি ধরাধরে ।
চৈত্র রথ নন্দন যে তরুলতা ধরে ।। ৪৯
অপরূপ যত রূপ মহীরুহ হয় ।
রাবণের পুরোদ্বারে আছে সমুদয় ।। ৫০
সাধুগণে সেই স্থানে করিতে বসতি ।
তপস্যা করেন সদা হয়ে স্থির মতি ।। ৫১
বাহু বলে বিশ্ব জয় করিয়া রাক্ষস ।
তথায় করিছে বাস পরম সরস ।। ৫২

ইন্দ্র আদি দেবগণে করিয়া বন্ধন।
রেখেছিল কত দিন নিকষা নন্দন ॥ ৫৩
সমুদ্র গোষ্পদ তুল্য দ্বীপ লোষ্টবৎ।
তৃণ তুল্য জ্ঞান করে মনুষ্য তাবৎ ॥ ৫৪
যে কালে সহস্রানন প্রকাশে স্বক্রোধ।
পিতামহ আসিয়া করেন অনুরোধ ॥ ৫৫
হে তাত হে বৎস তুমি ত্যজ উগ্রবেশ।
ইত্যাদি বচনে শান্ত করেন লোকেশ ॥ ৫৬
হে জানকী সে রাবণ রাক্ষসের পতি।
পুষ্কর দ্বীপেতে বাস করিছে সংপ্রতি ॥ ৫৭
এইমত কহিয়া ব্রাহ্মণ জ্ঞানবান্।
আশীর্ব্বাদ করি তবে করিলা প্রস্থান ॥ ৫৮
শ্রীহরিমোহন কহে কমল লোচন।
ভব ভয় দয়াময় করহে মোচন ॥ ৫৯

সহস্রানন বধার্থে যাত্রা।

প্রবাসী বিপ্রের কাছে শুনি এইরূপ।
মানিয়াছি মনে ইহা অতি অপরূপ ॥ ১

অদ্যাপি হৃদয়ে মম জাগরূক আছে।
সবিশেষ কহিলাম তোমাদের কাছে ॥ ২
বিভীষণ হনুমান্ সুগ্রীব সংহতি।
দশাননে হত করিলেন মম পতি ॥ ৩
লঙ্কা দাহ সমুদ্র বন্ধন আদি যত।
এইরূপ অপরূপ কর্ম্ম আরো কত ॥ ৪
ইহাতে কদাপি মনে না মানি বিস্ময়।
সত্য সত্য কহিলাম শুন ঋষিচয় ॥ ৫
সহস্র বদনে যদি করেন বিনাশ।
ত্রিভুবনে এই কীর্ত্তি হইবে প্রকাশ ॥ ৬
শুনি মুনিগণ এই রাবণ সম্বাদ।
জানকীরে সকলে করিলা সাধুবাদ ॥ ৭
সীতার বচনে আর নারিলা রহিতে।
ঋষি সম্বোধিয়া রাম লাগিলা কহিতে ॥ ৮
রাক্ষস কুলের আমি সাক্ষাৎ শমন।
নাশিতে রাবণ আজি করিব গমন ॥ ৯
এত বলি সিংহনাদ কৈলা রঘুমণি।
সাজ সাজ বলি শব্দ পড়িল অমনি ॥ ১০

বিভীষণ হনূমান লক্ষ্মণ ভরত।
সুগ্রীব অঙ্গদ নল নীল জাম্ববৎ॥ ১১
সুমন্ত্র প্রভৃতি আর যত মন্ত্রীগণ।
পুষ্কর দ্বীপেতে সবে করিলা গমন॥ ১২
সঙ্গেতে জানকী লয়ে কমল লোচন।
পুষ্পক রথেতে করিলেন আরোহণ॥ ১৩
রাম শরাসন শব্দে ভেদিল মেদিনী।
তরঙ্গের রঙ্গে বাড়ে সিন্ধু তরঙ্গিণী॥ ১৪
মলিন নলীন বন্ধু শোভা হীন শশি।
গ্রহগণ ভূতলে পড়িছে সব খশি॥ ১৫
দল মল দুলিতেছে ভূধর সকলে।
পুষ্পক আকাশ পথে বায়ু বেগে চলে॥ ১৬
ক্ষণমাত্রে উত্তরিল মানস উত্তরে।
হেরিয়া তাহার শোভা মুনি মনো হরে॥ ১৭
সিংহনাদ সকলে করিলা সেই খানে।
শুনিয়া রাবণ মনে চমৎকার মানে॥ ১৮
ক্রোধভরে অমনি করিল গাত্রোত্থান।
সঙ্গেতে চলিলা সব রাক্ষস প্রধান॥ ১৯

কে আইল মম পুরে করহ নির্ণয়।
ক্ষণমাত্র আজি বিশ্ব করিব বিলয়॥ ২০
মন্দর মলয় মেরু ধরাধর গণ।
পরমাণু পরিমাণে করিব চূর্ণ॥ ২১
প্রিয় বাক্যে প্রজাপতি করেন সান্ত্বনা।
নতুবা রাক্ষস ভিন্ন বাঁচে কোন জনা॥ ২২
অনিল অনল ইন্দ্র অরুণ বাসক।
মায়া বলে প্রকাশ করিব আমি সব॥ ২৩
এত বলি রণস্থলে করিল গমন।
সঙ্গে সব সেনাপতি অসংখ্য গণন॥ ২৪
নীলবর্ণ রক্তবর্ণ শুক্ল বর্ণ কেহ।
জ্বলন্ত অনল মত ভয়ঙ্কর দেহ॥ ২৫
ইচ্ছামাত্র পারে তনু বৃদ্ধি করিবারে।
ইচ্ছাতে আবার ক্ষুদ্র করিতেও পারে॥ ২৬
অতঃপর ভারদ্বাজ শুন গুণধাম।
সেনাপতি সকলের অবয়ব নাম॥ ২৭
শ্রীহরিমোহন কহে কমল লোচন।
ভব ভয় দয়াময় করহে মোচন॥ ২৮

রাক্ষস সেনাপতি দিগের নাম ও আকৃতি।

কাল কণ্ঠ প্রভৃতি একুশ নিশাচর।
রাবণের তনয় দারুণ ভয়ঙ্কর ॥ ১
কোটীশ মানস পূর্ণ শাল পাম্মোহলী।
কালবেগ প্রকালন রণে কুতূহলী ॥ ২
সুকুমার প্রতাপন মুকুর শশব।
শরণ কটাক্ষ আদি সেনাপতি সব ॥ ৩
পারাবত পারিপাত্র কৃশ মহাহনু।
বিহঙ্গ শরভ মোদ সুবিকট তনু ॥ ৪
হরিণ হিরণ্য বাহু ভৈরব প্রভাস।
পূর্ণাঙ্গদ পূর্ণ মুখ পাবক প্রকাশ ॥ ৫
ইত্যাদি অনেক রাবণের সেনাপতি।
মূল গ্রন্থে দেখিবেন পণ্ডিত সুমতি ॥ ৬
সমরে অমরে মরে না পারে বাসব।
অপরূপ কত রূপ কামরূপ সব ॥ ৭
কেহবা শৃগাল বক্ত্র কুক্কুর বদন।
কমঠ কুক্কুট মুখ কোন কোন জন ॥ ৮

স্থূলোদর কৃশ কলেবর হয় কেহ।
কৃশোদর কাহারো বিপুল স্থূল দেহ॥ ৯
মৃগ চর্ম্ম গজেন্দ্র অজিন কেহ পরে।
ভুজঙ্গ ভূষণ কোন নিশাচর ধরে॥ ১০
কাহারো উদরে মুখ কারো পৃষ্ঠ দেশে।
বহু হস্ত বহু মুখ ভ্রমে বহু বেশে॥ ১১
কেহবা মুণ্ডিত মুণ্ড শিখণ্ডী কেবল।
মস্তকে মুকুট কেহ কঠিন কুন্তল॥ ১২
সূক্ষ্মোদর লম্বোদর ভয়ঙ্কর মুখ।
যত রূপ হত রূপ দেখিতে কৌতুক॥ ১৩
দীর্ঘ ওষ্ঠ দীর্ঘ জঙ্ঘা দীর্ঘ পদ গ্রীবা।
দীর্ঘ হস্ত দীর্ঘ মুখ দীর্ঘ নখ কিবা॥ ১৪
শীত পীত লোহিত হরিত কলেবর।
যুদ্ধ অভিলাষে সব ভ্রমে নিরন্তর॥ ১৫
কবি কহে অতঃপর শুন বিবরণ।
দুই দলে যেইরূপ রণ প্রকরণ॥ ১৬

সহস্র বদন ভাবে, কে আইল কোন ভাবে,
কি কারণ কিছুই না জানি।
ক্রোধ ভরে তার পরে, ধনুতে টঙ্কার করে,
হেন কালে হৈল দৈব বাণী ॥ ১
শুন শুন নিশাচর, ইনি রাম রঘুবর,
দাশরথি অযোধ্যার পতি।
তব ভ্রাতা দশানন; করি তার বিনাশন,
সমাগত পুষ্করে সংপ্রতি ॥ ২
লক্ষ্মণ ভরত বীর; শত্রুঘ্ন রণধীর,
হনুমান সুগ্রীব রাজন।
রাক্ষস বানর সনে, সঙ্গে লয়ে বিভীষণে,
এসেছেন তোমার কারণ ॥ ৩
শ্রবণেতে দেব বাণী, পুরী মাজে অরি জানি,
ক্রোধানলে জ্বলে কলেবর।
মার মার মুখে বলে, যতেক রাক্ষস চলে,
ঘোর যুদ্ধ হয় তার পর ॥ ৪
শ্রীরামের রথোপরে, বাণ বরিষণ করে,
ভয়ঙ্কর সহস্র বদন।

নিশাচর কপিদলে পশিয়া সমরানলে,
যাইতেছে কালের সদন ॥ ৫
কখন বানর গণ, করি ঘোরতর রণ,
নিশাচরে করিছে সংহার।
কখন রাক্ষস সব, ছাড়িয়া হুঙ্কার রব,
কপিগণে করিছে প্রহার ॥ ৬
নল নীল হনুমান্, ক্রোধে হৈলা বেগবান,
মূর্ত্তিমান জ্বলন্ত অনল।
শীলা তরু ধরি করে, নিদারুণ যুদ্ধ করে,
ভার ভরে ধরণী চঞ্চল ॥ ৭
কেহবা পুষ্পক রথে, কেহবা আকাশ পথে,
কেহ থাকি পর্ব্বত শিখরে।
কপি সেনাপতি যত, রাক্ষসে করিতে হত,
সঘনে হুঙ্কার রব করে ॥ ৮
রুধির বমন করি, বিকট শরীর ধরি,
মরিছে রজনীচর চয়।
প্লাবিত হইল ধরা, বুঝি নাহি যায় ধরা,
বাসুকী অসুখী অতিশয় ॥ ৯

সহস্র বদন পরে; পবনের বেগ ভরে,
রাম সেনা সাগরে পশিল।
বানর ও নরগণে, রণবেশ দরশনে,
মনে মনে ভাবিতে লাগিল ॥ ১০
ক্ষুদ্র প্রাণী এই যত, এদের বধিলে হত,
নাহি কিছু পৌরুষ আমার।
অতএব বায়ু বাণে, পাঠাই আপন স্থানে,
আলয় যথায় হয় যার ॥ ১১
এত বলি নিশাচর, ছাড়িয়া পবন শর;
ভল্লুক বানর নরগণে।
পাঠাইল তার পর, যেখানে যাহার ঘর,
যারা সব এসেছিল রণে ॥ ১২
ভরত লক্ষ্মণ বীর, সুমন্ত্র সুমন্ত্রী ধীর,
হনুমান সুগ্রীব রাজন।
বিভীষণ নিশাচর, বানর রাক্ষস নর,
উপনীত আলয়ে আপন ॥ ১৩
সহস্রাস্য কোন মতে, রামের পুষ্পক রথে;
চালাইতে না পারিল আর।

দেখি মুনি ঋষিগণ, পরম প্রফুল্ল মন,
রাক্ষসেরা ভাবে চমৎকার ॥ ১৪
যেই কালে হৃষীকেশ, করিয়া সমর বেশ,
পুষ্কর দ্বীপেতে একবার।
নাশিতে সহস্রাননে, যতেক অমর সনে,
পার হইলেন পারাবার ॥ ১৫
হেলায় সে শ্রীহরিরে, লবণ সাগর নীরে,
নিক্ষেপ করিল অনায়াসে।
তদবধি সুর সব, প্রাপ্ত হয়ে পরাভব,
না আসেন রাবণের পাশে ॥ ১৬
সেই হরি এইবারে, নিশাচর নাশিবারে,
অবতীর্ণ অবনী মণ্ডলে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব চয়, বলিলা রামের জয়,
সঘনে গগণে কুতূহলে ॥ ১৭
রামের বিষম দাপে, তারা গ্রহগণ কাঁপে,
রবি শশি পড়ে খসি ভূমী।
শ্রীহরিমোহন কয়, ওহে রাম দয়াময়,
কাতরে বিতর কৃপা তুমি ॥ ১৮

রামের মোহ ও সীতার কালীমূর্ত্তি ধারণ।

রাক্ষসের স্বাভাবিক রিপু রঘুবর।
ধরিলা করেতে ধনু অতি ভয়ঙ্কর॥ ১
বাণেতে ঢাকিল রবি গগণ মণ্ডল।
প্রলয় কালেতে যেন বরিষে অনল॥ ২
মরিছে রাক্ষস সব সমর শঙ্কটে।
করিছে ভীষণ রব রামের নিকটে॥ ৩
নানা বন্ধে অনুবন্ধ বিবিধ বন্ধান।
সন্ধান না পায় কেহ বাণের সন্ধান॥ ৪
যত্র তত্র এই মাত্র হয় দরশন।
খণ্ড খণ্ড হতেছে প্রচণ্ড রিপুগণ॥ ৫
দেখিয়া অদ্ভুত কার্য্য সহস্র বদন।
আইল সমর হেতু রামের সদন॥ ৬
দিয়া ডাক বলে থাক নিশাচর যত।
নিমেষে করিব আমি নর রিপু হত॥ ৭
রসাতলে দিব মহী মানব সহিত।
করিব অমরাবতী অমর রহিত॥ ৮

ভূধর করিব চূর্ণ সমুদ্র শোষণ।
গগণ হইতে অধঃপাত গ্রহগণ॥ ৯
এইরূপ অহঙ্কার করি নিশাচর।
আহ্বান করিল রামে করিতে সমর॥১০
ছাড়িল ভুজঙ্গ বাণ সহস্র বদন।
গারুড় অস্ত্রেতে রাম করিল বারণ॥১১
ক্রোধেতে রাবণ বাণ বরিষণ করে।
রঘুবর কাতর হইলা তার পরে॥ ১২
রামচন্দ্র রাবণ রাহুতে কৈল গ্রাস।
দেখি দেবগণ মনে পাইলেন ত্রাস॥ ১৩
সধূম অনল সিন্ধু তরল তরঙ্গে।
অরুণ ধরিতে কর বিস্তারিল রঙ্গে॥ ১৪
মলিন নলিন বন্ধু ক্ষুণ্ণ গ্রহগণে।
কবন্ধ উদ্ভব হৈল ধূমকেতু সনে॥ ১৫
চেতন পাইয়া তবে রাম রঘুপতি।
করিলা ভ্রূকুটী ভঙ্গ নিশাচর প্রতি॥ ১৬
প্রাণী মাত্র ভয়েতে চঞ্চল হৈল সব।
ফেরুগণ করিল ভীষণ ঘোর রব॥ ১৭

ব্রহ্মদত্ত বাণ ছাড়িলেন রঘুবীর।
চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি তুল্য যাহার শরীর॥ ১৮
অসহ্য তাহার ভার সহনে না যায়।
মন্দর মলয় মেরু হিমাচল প্রায়॥ ১৯
বাম হস্তে নিশাচর গ্রহণ করিয়া।
শর ভঙ্গ করিলেক জানুতে ধরিয়া॥ ২০
ধনুতে করিয়া বীর ক্ষুরাস্ত্র যোজন।
শ্রীরামের বক্ষভেদ করিল তখন॥ ২১
পুষ্পকে পড়িলা রাম চৈতন্য রহিত।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল হইল কম্পিত॥ ২২
দেবতা গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ মুনি ঋষি গণ।
হা রাম হা রাম বলি করিলা রোদন॥ ২৩
জানকীরে সকলেতে লাগিলা কহিতে।
একি সর্ব্বনাশ তুমি করিলা হে সীতে॥ ২৪
কেন হেন রাবণের কথা শুনাইলে।
হায় হায় একি ঘোর প্রমাদ পাড়িলে॥ ২৫
কোথায় লক্ষ্মণ আর ভরত ধীমান্।
বিভীষণ সুগ্রীব অঙ্গদ হনূমান॥ ২৬

দেবতা ঋষির বাক্য শুনি সীতা সতি।
বিশেষত নিরখিয়া পতির দুর্গতি ॥ ২৭
রাবণ বধিতে ধরিলেন ঘোর রূপ।
কি রূপে বর্ণিব আমি সেরূপ স্বরূপ ॥ ২৮
নব জলধর জিনি তনুর বরণ।
অসি মুণ্ড বরাভয় করেতে ধারণ ॥ ২৯
চন্দ্র সূর্য্য হুতাশন ত্রিনয়ন জ্বলে।
অট্ট অট্ট হাসে খণ্ড মুণ্ড মালা গলে ॥ ৩০
লোলিত রসনা বামা বিকট দশনা।
শিবা শবাসনা তাহে বিগত বসনা ॥ ৩১
তরুণ অরুণ নীরধর নিশাকরে।
একভাবে চরণ কমলে শোভা করে ॥ ৩২
ডাকিনী যোগিনী ভূত বিকট শরীর।
দেহ হৈতে অসীতার হইল বাহির ॥ ৩৩
কবি কহে অতঃপর শুন বিবরণ।
অসীতা সহস্রাননে রণ প্রকরণ ॥ ৩৪

ভূতগণ, অগণন, ঘন ঘন ঝাঁপিছে।
সচঞ্চল, ভূমণ্ডল, টল মল কাঁপিছে॥ ১
উলঙ্গিনী, পিশাচিনী, ধেই ধেই নাচিছে।
অসীতার, ক্রোধে আর, কেহ নাহি বাঁচিছে॥২
ভয়ঙ্কর, নরকর, কটিপর শোভিছে।
লিহি লিহি, লোল জিহি, সুধাসিন্ধু লোভিছে॥৩
রবি শশি, বুঝি খসি, ভূমিতলে পড়িছে।
গ্রহগণে, ভীত মনে, স্থানে স্থানে নড়িছে॥ ৪
উল্কাপাত, বজ্রাঘাত, শচীনাথ করিছে।
শূন্য পথে, রাখি রথে, দেবগণে হেরিছে॥ ৫
ভয়ঙ্কর, রত্নাকর, উথলিয়া উঠিছে।
বেগভরে, ধরাধরে, বহ্নি ধূম ছুটিছে॥ ৬
ভূতদানা, দিয়া হানা, বৈরিবল টুটিছে।
নাহি ধরা, যায় ধরা, ব্রহ্মাণ্ড ফুটিছে॥ ৭
অনিবার, হুহুঙ্কার, দুই দলে করিছে।
নিশাচর, পেয়ে ডর, ক্রমে সব মরিছে॥ ৮

জানকীর, করে বীর, রক্ষরাজ মরিছে।
সুরগণ, হৃষ্টমন, দুঃখসিন্ধু তরিছে ॥৯
বেগভরে, তারপরে সকলেতে ধাইছে।
ভাষা গীত, সুললিত, কবিসেন গাইছে ॥ ১০

দেবতা কর্ত্তৃক সীতার স্তব ও
রামের অযোধ্যায় যাত্রা।

রাবণে করিয়ানাশ, ধরণী করিতে গ্রাস,
অট্টহাস জানকীর মুখে।
প্রফুল্ল অন্তর হয়ে, রাক্ষসের শির লয়ে,
আরম্ভিলা কন্দু লীলা সুখে ॥ ১
শরীর হইতে তাঁর, মাতৃকার অবতার,
চমৎকার রূপ সুশোভন।
মুণ্ডমালা দোলে গলে, সুশোভিত করতলে,
অসি চর্ম্ম আদি প্রহরণ ॥ ২
করিয়া হুঙ্কার রব, রণস্থল মধ্যে সব,
সীতা সনে নাচিয়া বেড়ায়।
জলচর স্থলচর, ভূচর খেচর নর,
সম্মুখেতে কেহ না এড়ায় ॥ ৩

পদ-ভরে কাঁপে ধরা, বুঝি নাহি যায় ধরা,
একেবারে যায় ধরাতলে।
বায়ু বেগে যথা তরি, চঞ্চল হিল্লোল পরি,
কিবা জল শতদল দলে॥ ৪
অরুণের অশ্বগণ, করিতেছে পলায়ন,
দেখি ভীত হয় দেবগণে।
শশধর গ্রহ তারা, ভয়েতে বিকল তারা,
অন্তরে প্রমাদ সবে গণে॥ ৫
বসুমতী রক্ষা হেতু, সীতাপদ বৃষকেতু,
ধরিলেন হৃদয় সদন।
নিশ্বাস অনলে তাঁর, সুরলোক হয় ছার,
হেরি ইন্দ্র বিষণ্ণ বদন॥ ৬
চতুর চতুরানন, সঙ্গে লয়ে দেবগণ,
উপনীত জানকীর পাশে।
কৃতাঞ্জলি হয়ে সব, আরম্ভ করিলা স্তব,
ত্রিলোকের রক্ষা অভিলাষে॥ ৭
জয় জয় জগদ্ধাত্রী, কালকান্তা কালরাত্রি,
কালী নর কপাল মালিনী।

ত্বংহি দেবি পরাৎপরা, দৈন্যদশা দুঃখ হরা,
পরমেশী প্রপন্ন পালিনী ॥ ৮
সগুণে ত্রিগুণ ধর, অগুণে সগুণ কর,
কেবা গুণ জানিবে তোমার।
গুণময়ী গুণাতীতা, শারদা বরদা সীতা,
ভীম ভবসিন্ধু কর পার ॥ ৯
তুমি শিব তুমি শিবা, তুমি রাত্রি তুমি দিবা,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণ।
তুমি হরি তুমি হর, পরাশক্তি পরেশ্বর,
বিশ্বরূপ করেছ ধারণ ॥ ১০
চন্দ্র সূর্য্য হুতাশন, সুশোভিত ত্রিনয়ন;
দন্ত শ্রেণি দামিনী বিকাশে।
শ্বাস বায়ু সমীরণ, বহিতেছে ঘন ঘন,
জ্ঞান হয় ত্রিলোক বিনাশে ॥ ১১
চরণ পঙ্কজ রবি, বরণ নীরদ-ছবি;
হরণ করয়ে অন্ধকার।
কৃপা ময়ী কৃপা কর, দেবের দুর্গতি হর,
তোমা ভিন্ন কেবা আছে আর ॥ ১২

রাবণে করিয়া নাশ, ঘুচালে সবার ত্রাস,
রক্ষা কর সৃষ্টি লোপ পায়।
করুণা কর গো শিবে, তুমি যদি বিনাশিবে,
তবে আর না দেখি উপায়॥ ১৩
এইরূপে দেবগণে, বিরিঞ্চি বাসব সনে,
করিলেন বিস্তর স্তবন।
শুনিয়া জানকী তবে, কহিলা হুঙ্কার রবে,
সুরবৃন্দ করেন শ্রবণ॥ ১৪
পুষ্পকে পড়িয়া রাম, নব দূর্ব্বাদল শ্যাম,
হতজ্ঞান চৈতন্য রহিত।
যে জন আমার পতি, তাঁর কিনা এই গতি,
তোমরা চাহিছ নিজ হিত॥ ১৫
শ্রবণে চতুরানন, রথে করি আরোহণ,
পদ্মপাণি করিলা পরশ।
উঠিলেন রঘুবর, দেবগণ অতঃপর,
পুলকেতে পরম সরস॥ ১৬
দেখিয়া সীতার রূপ, রঘুকুল মণি ভূপ,
করিলেন মুদ্রিত লোচন।

প্রেয়সীরে নাহি দেখি, মনেতে ভাবেন একি,
তবে বিধি বলেন বচন ॥ ১৭
শুন শুন রঘুপতি, ইনি তব সীতা সতি,
পরমেশী পরাশক্তি পরা।
মহিমা কেহ না জানে, মুনিধীর ধরে ধ্যানে,
জানকী জনম দুঃখ হরা ॥ ১৮
শুনি রাম রঘুবর, যুড়িয়া যুগল কর,
স্তুতি বাদ বিস্তর করিলা।
জনক তনয়া পরে ত্রিভুবন রক্ষাতরে,
পূর্ব্বরূপ অমনি ধরিলা ॥ ১৯
ডাকিনী যোগিনী গণ, প্রেত ভূত অগণন,
অন্তর্হিত হইল তখন।
জগত হইল স্থির, সীতা লয়ে রঘুবীর,
করিলেন অযোধ্যা গমন ॥ ২০
রামেরে পাইয়া সব, করে মহা মহোৎসব;
অযোধ্যা নিবাসী লোক যত।
শ্রীহরিমোহন কয়, দয়া কর দয়াময়;
আমি দীন তব পদানত ॥ ২১

সমাপ্তোয়ং গ্রন্থঃ।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
অপবাধ	অপরাধ	৩	১৮
উচ্চাষণ	উচ্চারণ	৭	১১
ঐশ্বর্য্য	ঐশ্বর্য্য	৮	৯
সবত্রে	সর্ব্বত্রে	৯	৪
বত	বৎ	২৩	৯
ত্যাজি	ত্যজি	২৭	১১
কন্যে	কন্যা	৩১	৭
ইষদ	ঈষদ্	৩৩	৭
তাবাও	তাহাও	৩৪	৮
দশবথ	দশরথ	৩৬	১৮
দীপ	দ্বীপ	৪৩	১৩
জামদগ্নির	জামদগ্ন্যের	৬৪	১
সংহতি	সহিত	৬৬	৬
কৃব	কৃশ	৭১	১৮
স্থল	স্থূল	"	"
আত্মা	আত্মা	"	১৫
নাম	নাশ	৭৯	১৬

অপরুপ	অরূপ	৬০	১
হনুমান	হনূমান্	৮০	২
দোবশুয়	দেবাশুয়	"	১৪
শূনি	শুনি	৮৯	৭
মনুমান	হনুমান্	৯০	১৪
সরম	সরস	৯৬	১৮
লে.াচল	লোচন	৯৭	১৩
খশি	খসি	৯৯	১০
শবণেতে	শ্রবণেতে	১০৩	১৩
ভূমী	ভূমি	১০৬	১৬
মরিছে	সরিছে	১১১	১৮